

শ্রীশ্রী ভূর্গা ।

শব্দমালা ।

পঞ্চকলাসীম

এখন বাল্যম ।

শ্রীমদেবশঙ্কর দাস দ্বারা কষ্টক

প্রণীত ।

উদ্যম ।

শ্রীগৌরীচন্দ্র পালের

হরিহর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত

এই পুস্তক যাঁটার প্রয়োজন

হইলেক তাঁহাবা

শ্রী ভূর্গাচরণ দ্বিত্বের ইচ্ছাটে

১০১ নাগাদ ১০৩ নম্বর বাটীতে

ভস্করিলে পাঠিবেন ।

ইতি সন ১০৬৭ সাল তারিখ

২৩ আষাঢ় রোজ লক্ষ্মীবার

জান্য অ করে চিত্রকাব্য ।

নাথের শ্রীচরণ কর মন সার ।

বিলে মানব দেহ নাহইবে আর ॥

লা করি যদি রহ নাহি ভজ তাঁরে ।

মন আগত লয়ে যানে কেশে ধোবে

রাচরে আদি রুকা করিতে নানিবে ।

তগামি ছুতগণে নগকে ফেলিবে ॥

কণ আঘাতে হবে জীবনে কান্তর ।

স ব্যাস্ত করিবে শমন খরতর ॥

বিহ্ন) নেথনা মন ভমে আছভূলে ।

রিবে যখন জায়ু জানিবে সকলে ॥

বে কর পরাৎপরে যদি আরাধনা ।

জিলে মানব দেহ জন্ম হইবে না ॥

বেচনা কর মন তিনি মুলাধার ।

বি শশী ছত্ৰাশন গন নহে তাঁর ॥

সুহ তাঁহার পদ যদি একবার ।

বেত ধরায় জন্ম নাহইবে আর ॥

সুচীপত্র ।

শতক্ষর রাষণতথ	১
ঊষাহরণ পালারিক	১৫
রেইলওয়ে	২৪
কলঙ্কতঞ্জ	৩৪
পাদিনীক বিরহ	৬৭
বিধবাবিবাহ	৮২
ফোতোবাবুর বগনা	৮৩

ব্রহ্ম বন্দনা ।

নিসিকার নিবন্ধন সত্তা সনাতন । অপরাধ বিপা-
 দার প্রলয় কারক । পার্শ্বপূর্ণ জলফল ভৌতিক নেহ
 নয় । বিগড়ন মনোবোলা মনমোহন । কক্ষলক্ষ
 কীট আদি মানসাত খায় । বর আদি পক্ষ পক্ষ
 জব গুণগাম ॥ কবিশ্রী দিব্যানি নি প্রকাশ করিও
 যত গ্রহগণ তাবা দবা ভ্রমিতেছে ॥ লচর খেচরযগ
 যাকর সৃজন । যাঁর আঞ্জাম দব কবলে ভজন ॥
 ষড়ঋতু জানেব যাঁহাব আদেশে । ভ্রমণ করিছে সব
 হারিষ বিশেষে ॥ তুমি সকলের প্রভু জ্ঞান নিত
 নার । তোমার চরণবনে গতিমাহি কার ॥ নৈম
 কারেবানার তাবোভেরবতু । তোমার অনন্তলীলা
 কে জানিবে প্রভু ॥ অথ গুণগুণাকার ব্যাপ্ত চরাচরে
 কেবল লানার লীলা নরে বৃক্ষবারে ॥ তের হের
 স্থনয়নে ওহে দয়াময় । তোমার অনেখলীলা পুরা
 নে আছর ॥ তত্ত্বমস্ত আদিযত তোমাকে সৃজন ।
 তোমার মহিমা প্রভু জানে কোনজন ॥ অদিনজনে
 রে প্রভু বক্ষণা করন । অকৃতী অজ্ঞানবলে চরণে
 ঠেলন ॥ জামি দীন ক্লিষ্টাহীন নাকানি ভজন ॥
 দয়াময় দয়াকর এই নিবেদন ॥ অনন্ত আধার
 প্রভু মহিমা অপার । কবি মহেশ্বন্দু করে
 শ্রীচরণ সাব ॥

শ্রীশ্রীহরিঃ ।

শরণং ।



পঞ্চকলাণী পাঁচালী গ্রন্থঃ ।

শ্রবণ পবিত্র চিত্ত, বাল্লীকের সুরচিত্ত, রামতত্ত্ব
বোঝ কাহিনী । রাবণে করি নিপাত, অবোধ্যাত্তে
বুলাথ, রাজাহরে বসিলা আপনি ॥ ভরত লক্ষ্মণ
গরে, চামোর বাজনকরে, শিরেছত্র ধরেন শক্রঘন ।
গমে বসিলেন সীতে, প্রজাবর্ণে চতুর্ভিত্তে, করি-
তিলে মঞ্জলাচরণ ॥ এথা যতমুনিগণ, করিলেন আগ
মন, রামদরশন করিবারে । লিখিয়া যানাব কন্ত,
মুনিগণ আইল যত, অগণন রামের দুয়ারে ॥ অগ
ল পুলাস্ত গর্গ; দুর্কীশা গৌতম স্বর্গ, বিশ্বামিত্র সৌ
ত পরাসর । চাবন কৌণ্ডল্য মুনি, ভরদ্বাজ মহা-
জামি, শুকদেব লোমশ সগর ॥ বালাখিলা; ভর-
দ্বাজ; কণাদি মুনি সমাজ, পশ্চাত্তেতে ব্রহ্মার
নন্দন । করে করি যন্ত্র বীণে, মুখে হরি মন্ত্র বিনে,
সাহিকরে অন্য আলাপণ ॥ বলে ওরে সোনবীণে
রামসীতা নামবিনে, কি রূপেতে হবে ভবে পার ।
কব সদা সেইনাম, প্রাপ্তহবে মোক্ষধাম, ভবান্নবে
হইবে নিস্তার ॥

(ক)

গীতা। রাগিণী বাহার । তালকওয়ালি ।

ওরে মন আনাথ নাম করবে কীৰ্ত্তন । তব
পারে যেত হব, সঙ্গে কেহ নাহি যাবে; মা
টির দেহ মাটি হবে অকারণ ॥ ভাই বন্ধু ব
আর, কেহ নহে আপনার, সকলি মিছে সং
সার, সাধনারায়ণ । যখন ছিলি কঠরে, বলে
ছিলি বারে, এবার গিয়ে ধরাপরে; করিব
তীর সাধন ॥

ছড়া । এইরূপে মনেরে বুঝান মহামুনি । অপরে-
তে হেরিবারে চসেন চিন্তামণি । যথা আছেন রঘু
নাথ রত্ন সিংহাসনে । বামেতে জানকীদেবী আন
ন্দিত মনে ॥ চামোর বাজন করেন ভরত শত্রুঘন ।
শিরেতে ধরিতা ছত্র অক্ষয় কক্ষণ ॥ দেখি সভা মন
সোভা রাজসভাস্থল । আগমন কৈলা মুনিগণেরা
সকল ॥ হেরি মুনিগণ বাসস্থখী মন হৈলা অতি
শর । পাদ্যজ্যে মুনিসঙ্গে বসান জ্বরায় ॥ করি
ধর্ম রামসকল মুনিগণেকম । একরাবণে সকলশসনে
করেছি নিধন ॥ কুলকর্ণ মেঘবর্গ নমরে দুর্জয় । যা
হার বিক্র । অতুল পরাক্রম শঙ্খে নাহি হয় ॥ হেন
বীরসব করি পরাতব দুইভাইরণে । কেবা মোরমন
হবে পরাক্রম এইত্রিভুবনে ॥ গুনিরামবাণি যতোক
মুনি নিরবে রছিল । মুনি অগস্ত্যশ্রীরামে ত্রস্ত ক-

হৈতে লাগিল । শুন রঘুমণি রাবণেরে জিনি করিছ
 অক্ষয় । তাহা হৈতে আছে এক কীর অবতার ॥
 জাউলক্ষ্মী ধাম, শতানন নাম, মহাবলুকর । তাহার
 সনে এতিন সংসারে কল্পে খরখর ॥ স্বর্ণ মঞ্চ
 জাদিমুচ মনে কাপে ডরে । শতরাবণে তাহাররণে
 কিকরিভে পারে ॥ যদি তাবে চিহ্নিনকারে পাররঘু
 মণি । তবে বীরবর বট রঘুবর জানব যত স্থনি ॥
 শুনিয়া এবাণী উশবযুমণি হৈলা আতশয় । সেউশ্ব
 কমন করিব বর্ণন শুনহ জায় ॥

তখন শতকঙ্কের উপর রামের উষ্ম কমন ।

যেমন বৈরাগীর উষ্ম বলিদানে । গিরের উষ্ম মদন
 শানে ॥ কুষের উষ্ম কংসাসূরে । অঙ্কুরের উষ্মজর
 স্রাচরে ॥ হনুর উষ্ম রাক্ষসগণে । গন্ধড়ের উষ্ম সর্প
 গণে ॥ যবনের উষ্ম গিরগিটেয় । হিরণ্যকশিপূর
 উষ্ম শ্রীকৃষ্ণেয় ॥ বাসনের উষ্ম শুভাচার্য্যেবে । গো-
 পীন্দের উষ্ম অঙ্কমুনিরে ॥ ভগবতীর উষ্ম দানবপ্রতি
 তেম নি রামের উষ্ম শতানন প্রতি ॥

ছড়া । শুনি কোপে ভগবান, কহে মুনি বিজ্ঞমান
 শুনশুন যতমুনিগণ । কহিতেছি, প্রতিজ্ঞাকরি, গিয়া
 জাউলক্ষ্মীপুরী, শতাননের বধিব জীবন ॥ এতবান
 রঘুনাথ, সাজিলেন তৎক্ষণাত, চারিভাই, চলল
 দণ্ডে । অঙ্কদাদি ইন্দুমাল, বিভীষণ জাম্বুবান, রণ

সজ্জা সকলেতে করে ॥ বানরের কোলাহলে, চম
কীত ভুমগুলে, শ্রবণে শ্রবণ করেন সীতে । রামপানে
আমিকন, করি প্রভু নিবেদন, বণশাজ দেখি কিঙ্ক
য়েতে ॥ কোথায় হবে গমন; কইশুনি নিবরণ; শু
নিয়া কছেনরঘুনাথ । তাউলক্ষাপুরে ধাম, বীর শহ
নন নাম, তারে বণেকরিব নিপাত ॥ শুনহ জানক
ভূমি পূর্বেতে প্রতিজ্ঞা আমিকরিয়াছি মুনিগণস্বা
এই পৃথিবীভিতরে, বানন নাম যেইধরে, সব
বধিবতারপ্রাণ ॥ শুনিসীতা হাসিকন, করিতেডা
নিখন, নাপারিবে ভূমি মহাশয় । গিয়া মিছে পা
লাজ, হাসাবে মুনি সনাজ, শতানন তব বধানয়
তথাচ অগ্রাহ্য করি, নমরে চলেনহরি, নাপুনিয়া
তার বচন । বীরগণ আশ্ফালনে, ভূমিকম্প
থর থর কম্পয়ে ভুবন ॥

রাগিনী বাহার । তানয়ৎ ।

সমরে চলেন রাম সেনাগণ সঙ্কেলয়ে । ভ্রুক্কাথে
কপেধুরা বানর গজ্জন শুনিয়ে ॥ কেহ ছাড়ে
সিংহনাদ, কেহ করে ঘোরনাদ, যারি২ চলেকপি
লাজুড়ে পাক্তবাকিয়ে । মার২ সভেবলে, আশ্ফা
লন করিচলে, বরিষার মেঘযেন মরুতে যায়
উড়ানে । মহেশ্বর দাসে কর, আকাশে তারা
শঙ্কায়, রামের সেনা শঙ্খানাহয়, বণিবকতবাড়া

হুড়া। রথসঙ্কট করি আনে, সারথি অতি যতনে
 নাম তিনলা কামান, উষ্ণিজেন রথের উপর । চমি-
 লনে হুরাকরি, নাম অস্ত্র সঙ্কেকারি, যথা আউলকা
 পুটী, আইদা রঘুবর ॥ উপনীত রথস্থলে, কপিগণ
 সোণাশীলে, হুড়কৈল জুওলে, শব চমকান । পু-
 কাব হুঁহে শতানন, কবে শিবেণ পঞ্চন, শুবদেবনী
 বশন হুঁহে কাহার ॥ কাম্য যুক্ত শতানন, হুড়ারপূজা
 সর্গাণন, করি বীর ভক্তদান, চক্ৰিল সমরে । বগমাঙ্ক
 সর্গিপরে, তকৈল ধনুশর কবে, অতিশয় জ্যোতিতরে,
 আইদা রথোপরে ॥ মেসেরণে রঘুপতি, সেনানগণ
 কাম্যহুতি, সিংহনাম কবেভাণি, যত কপিগণ । অধি-
 কাত শতানন, হুও ভোমরা কৌমলন, এথা আইদা
 কিসার, করিবারে রণ ॥ জাননাক আমিহই, ত্রিভু-
 বন মণ্ড্যক্ষমী, চোমরা এনি শুভই, নাহিহেচি নয়নে
 ততবলি ছুছকানো, শক্কেল বরাপরে, কম্পবানবরা
 পরে, হৈল দেবগণে ॥ বক্ষবক্ষ বিস্তাধর, গঙ্কর কি
 মর নর, সজয়ে হয়ে সঙ্কর সঙ্কায় তখন । সে শক
 হলো নিঘাত, গর্ভিনীর সঙ্কর, সৈন্যসহ রঘুনাথ
 হৈল অচেতন ॥ হয়েরাম অচেতন, ওসীতা করেশরণ
 অকুরধামী সীতা তখন, কপিগণা অকুরে । রাবণের
 সমরেতে, পড়েছেন বিপরেতে, শরণকরেন তাতে
 অচেতনে আমারে ॥ অহংএব কিরণে তার, বিপক

করি উদ্ধার, দৈববিনা সক্তিকার, উদ্ধার কেঁকাবে
 এতভাবি সীতাসতী, তদ্রকানীকরেস্তি, তৎনগাণি
 ভগবতী, উদ্ধাব আমাংরে ॥ তর্পহি দেবী সারাংস
 রা, ত্রিভুবননয়ী তারা, তুমি তারা নিরাকার, সক্তি
 সনাতনী । পাক্তী পরমেশ্বরী, ছিন্নমস্তা ক্ষেত্রবতী
 কালীতারা কামেশ্বরী, কাণ্ডী কাতায়নী । কামরূপা
 কলাবতী, কাসিম্বরী ধৃগাবতী, কোথা ওগো হৈমব
 তী; হরের ঘরণী ॥ এতরূপে কতজুতি, করে সীতা
 গুণবতী, আশু আসি হৈমবতী, হউলা সদয় । কন
 লহবর মনোনীত, য়েবাবর মনোনীত, সেইবরদিব
 দ্বরিত, কহিনু নিশ্চয় ॥ শুনি কন রামপ্রীয়ে; এই
 বরদেহ হরপ্রীয়ে, রাম আছেন অচেতন হয়ে, রাব
 ণের সমরে । যেন মনবধা হয়, তারেকরি পরাজয়,
 এইবর দিতে আক্রাচয়, দেহ ক্রপাকরে ॥ শুনিদেবী
 হাসিকন, তববধা শতানন, তবশ্ব হবে নিধন, তো-
 মার করেতে । দিলাম আমি বরদান, করহ তথা প
 যান; শতাননের বধিপ্রাণ, জান বঘুনাথে ॥ এতব
 লি নিজশক্তি, প্রদান করেন শক্তি, দেবীবরে আত্ম
 শক্তি, হউলেন সীতা । দুহিহৈল ভয়ঙ্করা, লোলজি-
 হবা ওসীধরা, রূপ হৈল মনোহরা, শ্রীরাম বনিধা ।
 চৌবাটী যোগিনী মনে, উদ্ধারকরিরণে, সমরে আ
 নন্দ মনে, চলিলেন দুরা ॥ ভুমিকৃষ্ণ লক্ষ বস্পে,

সুখানুভব জ্ঞানসে কাম্পে, দেখিয়া পলার আতঙ্কে, দাঁ-
নব দৈত্যরা ॥ রথোপরে অধিষ্ঠাত্রি, চলিলেন জগৎ
শুক্লী, মার মার রবেসতী, প্রবেশে সমরে । হানহ
করিবব, ধাইছে যোগিনীসব, ভুল্ভকার করিবব, নৃত্য
করি ফিরে ॥ দেখি রাজা শতস্কন্ধ, রূপহেরি লাগে
খন্দ, জিজ্ঞাসে করি প্রবন্দ ওসীতা গোচরে । কেবা
তুমি উলাঙ্গিনী, পরিচয় দেহবনী, পরিবার করে
সঙ্কিনী, আইলে রথোপরে ॥

গীত রাগিনী পরজ তালযৎ ।

কারবামা উলাঙ্গিনী আইলে সমরে । নাহি
লজ্জা একিসজ্জা পরিবারসঙ্কেকরে ॥ লোল
জিভা ভয়ঙ্করা, রুধিরেখর্পরধরা, এলোকেশী
ভয়ঙ্কবা, পরিচয় দেহমোরে । কাহান্ন রমণী
হও, মোরে পরিচয়কও, সমরের সাধআজি
ঘুচাব তোমারে ॥ মহেশচন্দ্র দাসেকয়, রূপা
কর মা আমায়, হোলে অস্তিমসময়, স্থান
দিবে আমারে ॥ ৫৫ ॥

ছড়া । শুনিয়া কোপিত হৈলা অমিতা রূপিনী ।
রণস্থলে অধিষ্ঠান হইলা আপনি ॥ অর্ঘ্য সক্তি আ
বির্ভাব হইলা তখন । যার যেই বাহনেতে কৈল অ
গমন ॥ ময়ুরে কোমারী বিষ্ণু গরুড় বাহনে । কম
গুলু করে ব্রহ্মী হংস আরোহনে ॥ শিবভূতী যমচু

তী ইক্ষাণী ঐরাবতে । সাবিত্রী চামুণ্ডা অঃইনা স-
 র স্থলেতে ॥ রণস্থল হৈলযেন ঘোর অন্ধকার ।
 ধি বীর শতাননের লাগে চক্ষুকার ॥ ক্রয়েজন্মি
 ভয় আতঙ্ক শরীর । শঙ্কাপায়ে পলাইয়া যায় মহ-
 বীর ॥
 সে কেমন ।

যেমন অক্ষুনের ভয়েপলায় বীর জয়জিত । রাবণে
 দেখিয়া যেমন পলায় দেবযত ॥ সাধুগুণে দেখি যে
 মন দশভুতে পলায় । বাস্ত্র দেখি নরে যেমন পলা-
 ইয়া যায় ॥ অলক্ষ্মী পলায় যেমন লক্ষ্মী আগমনে
 নিজীব পলায় যেমন দেখি বন্ধবানে ॥ গন্ধুড়ে দে-
 খিয়া যেমন পলায়নাগগণ । আচার দেখি অন্যচার
 করে পলায়ন ॥ রাক্ষসে পলায় যেমন দেখি হনুমা-
 নে । সেইরূপ পলায় রাবণ অসীতা দর্শনে ॥

হুড়া । দেখি ভয়ে শতানন, করিতেছে পলায়ন
 চারিদিকে হেরে সীতারূপ । যদিকে কিরায় আঁখি
 অসীতার রূপদেখি, হেরিলোপে শতানন ভূপ ॥
 চিকুরাক সেনাপতি, দিলভারে অনুমতি, প্রথমেতে
 রণকরিবারে । বলেতার নাহি অন্ত, লইয়া সৈন্য সা-
 মন্তকারোহিয়া চলে যথোপরে ॥ বাদ্যবাহজ সু-
 গভীর, সমরেতে চলেবীর, রণস্থলে অসীতা যথায়
 পরিপূর্ণ তমগুণে, অসীতা নাচিছেরণে, বেষ্টিত ষো
 পিনীগণ তার ॥ দুইসৈন্য মিসামিলী, রণস্থল অহ-

রাজপুত্রী, কোন দৈত্য হানেতলয়ার । যতক যোগিনী
 যোগে, ছলছল করিরণে, সেনাগণে করিছে সংহার ।
 কাণ্ডে বাকরেচকন, নখে করে বিনাশন, ঘূর্তীঘাতে কাহা
 রে সংহারে । কাণ্ডে করে পদাঘাত, একপে সৈন্য নি
 পাত, দেখি কোণে চিকুরাক্ষবীরে ॥ আসি অসীতা
 গোচরে, কোণে তীক্ষ্ণ অস্ত্রমারে, ঘন ছাড়ে ছলছল
 বাণ নাহি বিক্ষেপায়, আসিয়া পড়িছে পায়, মাতৃ
 পদে করেন নক্ষার ॥ দেখি একপ আচরণ, বৃদ্ধ সৈন্য
 একজন, সৈন্যগণে কহিছে কাহিনী । নাহি কর রণ
 জার, প্রাণলয়ে আশুসার, পলাই চল এমহে রমণী
 রাগিনী সিদ্ধু তাল একতাল ।

তাই চল করি পলায়ন । হেন অনুমান করি, এ
 মহে সামান, নারী, ভবের ভবানীবুঝি হেনলয়ন ॥
 যে হেরি ইহার রূপ আহা মরি অপকুপ, ভুলিল
 নয়নকুপ, হেরিলা বদন ॥ বামা বিকটদশনা, তালৈ
 শশী ত্রিনয়না, ছলছলারে অশ্ব করি করিছে নিধন ।
 মহেশচন্দ্র দাসে ভনে, হের মাতা অভাজনে, অকৃতী
 অধম আমি না জানি ভজন ॥

ছড়া । চিকুরাক্ষ মহাবীর, সমরে হইয়া শিব
 দেবীপরে শোষে ভীত, অতিশয় দাপে । দক্ষের
 কাণ্ডে ধরা; অধর হইয়া ধরা; ধর ২ কাণ্ডে ধরা;
 যীরের ২ কাণ্ডে ॥ বন্ধু সঙ্কিশেল ধরে, হানিতেছে

দেবীপরে, ব্রহ্মাণী আসিয়া পরে, করিছে বিনাশ
 টে বক্ৰবী করিছে রণ, শঙ্খাঙ্ক করি ধারণ, দেখি সৈন্য
 সেনাগণপাই গতরাস । হেনকালে মহেশ্বরী, চিকুরা
 বীরে ধরি, খজ্জাঘাত করে তার শিরে । একচো
 কাটে শির, ভুমেতে পাড়ে রুধির, দেখি সৈন্য
 পলায় ছুরে । হেনমতে পাড়ে দৈত্য, দক্ষক কাণে
 স্বর্গমন্ত, সৈন্যগণে করে বিনাশন । মুখ মেলি গ্রা
 করে, চক্কন করে কাহারে, নখে করে করে বিনা
 শন ॥ কাণে মারে পদাঘাতে, কাহারে পা
 ভুমেতে, শূলাঘাতে ভেদ করে কার, চৌঘাট্ট য
 গিনী সব করে ছুছকার রব, শম্মানেতে নাচিয়া
 বেভায় । ভৈরব নাচিছে ভাল; যেন প্রলয়ের কাল
 কপালেতে অনল নিকলে । ভুটভুটি চটাচটি, আক্ষ
 লনে কাঁপে মাটী, কণে২ মুখ হইতে অনল নিকলে
 দেখিয়া বিষম রণ, ভয়ে ভয় সৈন্যগণ, শতান
 নিকটেতে কর । চিকুরাক হত রণে, শুন রাজ
 সাবধানে, সে বামা সামান্য বামানয় ॥

রাগিনী অহং সিদ্ধু তাল টেঁকা ।

সেহারাজ সে বামা সামান্য বামানয় । হেন অমু
 মারি করি দেবতা নিশ্চয় । তব যত সৈন্যগণ ছুছ
 কাহারে করে নাশন ভয়ে করি পলায়ন, আমর
 ছরার । বুত সব হস্তী হর কটাক্ষে বিনাশ হয় হেন

জন্মান, করি রণে পরাজয় ॥ মহেশ্বর বিরচন,
 তুই করি নিবারণ, যেওনাক সে সমরে, যদি বা-
 চিবে নিশ্চয় । তুমি নৈতা যোড় করে, কহে রাজার
 গোপে, শুনি রাজা কোপ ভরে, কহিছে রাবণ ।
 সামান্য দেখিয়া নারী, ভয়ে পলায়ন করি; কোন
 লাজে আমি কিরি কহিলী বচন ॥ আমি রাজা
 পতানন, জয়ী হই ত্রিভুবন, স্বর্গমঙ্গ ত্রিভুবন, সবে
 কাপে ডরে । যম নম আজ্ঞাকারি, দেবগণ আদি
 করি, খাটে সবে মমপুরী; শুন যত চরে ॥ এত বলি
 ক্রোধ ভবে, আপনি সুমাজ করে, আরোহিয়া
 বেধোপরে, সমরে চলিল । হেনকালে রাজ রাণী,
 করি কর জোড় পানি, রাবণেবে কহে রাণী, বিপদ
 হইল । হেন অনুমান হয়, সে বামা সামান্য নয়,
 শুনহ মহাশয়, জেওনা তার সমরে । কেন লোক
 হানাইবে; বিপদে মোরে কোলবে, গেলে রণে
 না আমিবে, বুঝি এই বাবে ॥ কল্যা আমি রজ-
 নীতে, স্বপ্ন দেখি আচম্বিতে, যেন বামার করেতে,
 তোমার নিধন । অতএব প্রাণনাথে, দিবা কর হাত
 দিয়ে মাথে, যেওনাহে সমরেতে, রাখ অধিনী
 বচন ॥ পুনহ রাণী পরে, যত বুঝায় রাবণেরে;
 মৃত্যুকালে রোগী যেন ত্রুখি নাথায় । নাহি শুনে
 রাণীর বোল, কোপে রাজা উতরোল, মৃত্যুতে

দিয়াটেই কোল, রাণী নাহি জানে কার । রণস্থলে
 শতানন, করিলেক আগমন ; সঙ্গে সেনা অগণন
 সবে মারে বাণ । দুর্গী নাহি চলে আর, বাণে হৈল
 অঙ্ককার, দেখি সব চমৎকার, মানে দেবগণ
 আশু হইল বিশ্বমাতা ও সীতা ক্রুপিনী সীতা, সঙ্গে
 সক্তি আবিভূতা হইলা সকলে । রণ দেখি হৈল ভয়, দল
 সবে হাঙ্গে খলং, সবে আসি করে বল, রানগ সৈন্য
 দলে । রানগ কুপিত মনে; খরতর বাণ হানে
 দেবী অঙ্গ স্থানে রক্ত ধারাবয় । কিংক পুষ্পের
 যেন, অঙ্গে রক্ত ধারাছেন, ও সীতা ক্রোধিত মন
 হইলা অতিশয় ॥ রাম ক্রীয়ে ক্রোধ মনে, ধরি তনে
 শতাননে, যত সব ভূজাসনে, করিল ছেদন । ধরি
 পদ অপরেতে, কাটি পড়ে তীক্ষ্ণঘাতে, শত মুণ্ড
 খণ্ড করিল তখন ॥ অস্ত্রিয় সমস্ত জানি, শতানন
 নৃপমণি, স্তব করে বুজি পানি, মায়ের গোচরে
 বলে রক্ষমে২ তারা, জগৎকত্রী জগতহরা, দেবী হব
 মনোহরা, দয়াকর মোরে ॥ লহ২ লোহী জিহ্বা
 করাল বদনী । করাল বদনী রামা কামিনী ক্রুপিনী
 খরতর খঞ্জিনী খটাজ গুরচনী । গণেশ জননী
 গৌরী গতি প্রদায়িনী ॥ ঘন নাহিকর মোরে ডাকি
 ঘন২ । চণ্ডীকা চরণে হান দেহ এইক্ষণ ॥ হলাবতী
 হল করি না হলহ মোরে । যন্ত্রণা আতনা কেন দেহ

গরে২ । ঝটিত হইল মৃত্যু দেখে এইবার ॥ চঙ্কিনী
 গনিয়া ভবগন্ধু কর পার । ঠাকুরাণী ঠেলি রাখ
 রণে জাগায় ॥ ডুবিসাছে ছুঃখের সাগরে এইদার
 লাটল হইনু মা ঢলেতে পাড়িয়া । ছুরান কুলেতে
 মারে দেহ গো তুলিয়া ॥ থর২ কাঁপে প্রাণ স্ফুগিত
 হয় । দুর্গতি নাশিনী দুর্গা ছাড়াও ছুরায় । ধুমা-
 তী ধনেশ্বরী ধরণী ধারিণী । নমঃ নারায়ণী নিত্য
 বহুভ নাশিনী ॥ পার্বতী পবিত্র স্ততা পশুপতি
 প্রয়ে । কুল্লার নয়নে দুর্গা চাহগো ফিরিয়ে ॥
 রে২ হল কবি কৈলে কত রণ । ভয়েতে ভোমার
 দে লইনু শরণ ॥ মুক্তকেশী মুক্ত কর এভব বন্ধনে
 ন্ম নাহি হয় যেন এভব বন্ধনে । রক্ত২ রক্ত হাতে
 গো রণ প্রীয়ে ॥ লইনু শরণ মাতা অভয় ভাবিয়ে
 দুঃ দিনদিনী শীবা শত্রু সনাতনী । ষড়ভুজা সনা-
 তী শক্তি সনাতনী । হরহ সকল ছুঃখ ওগো হর
 রে । মুক্ত হইলাম ছুঃখ ভাবিয়ে ভাবিয়ে ॥
 হতে২ তবে রাজা শতানন । হেরিতে২ মার যুগল
 গ । দেহ হৈতে পঞ্চভুত বাহির হইল । জানন্দে
 সীতা দেবী নাচিতে লাগিল । চৌবাউ যোগিনী
 ন শক্তি অর্কজন । জানন্দেতে নৃত্য করে হইয়া
 ন ॥ রণস্থল হইল যেন ঘোর অন্ধকার । দেবী
 ভরে ক্রিতি হতেছে বিদার ॥ দেখি ইন্দ্র চন্দ্র

সবে মনে পাইয়ে ভয় । ও সীতা গৌচরে কয়ে
করিয়া বিনয় ॥

রাগিনী বেহাগ ভাল পোতা ।

মা সামা হও গো জননী । পৃথিবী যুগল কক্ষে
থরত; বাসুকী সহিত কাঁপিছে মেদিনী ॥ বসন্ত
বুঝি যায় এইবার, যক্ষরক্ষ নর হইল সংহার, কা
রুপা করি ক্ষেম এইবার, নহে সব সৃষ্টি যায় কে
এখনি । মহেশ্চন্দ্র ভনে করিয়া নিনতি, - অস্তিমেনে
স্থান দিবে ওগো সতী, কনিয়ে মিনতি, রাখ কে
ভারতী, ভয়ে থরত কাপরে পরানী ।

ছড়া । দেবগণ স্তবৈ ভূম্বা ওসীতা হইয়া ভূম্বা
নিত্যময়ীর নিত্য নিবারণ । মহেক ষোগিনী গণ
হইলা সবে অদর্শন, শক্তি গণ করিল; গমন ॥ রাম
আদি সৈন্যাগণে, ওসীতা দেখি নয়নে, পরস
কৈল সবাকাবে । সীতার স্পর্শন পায়, রাম আ
চারি ভায়ে, সৈন্য আদি উঠিল সঙ্করে, মারত শব
করি, উঠে সৈন্য ধনু ধরি, দেখে ভূমে পড়ে সত
নম । মৃত হস্তীষুখেত, ভেসে যায় থর আভে, হয় ?
লাহরগনণ । দেখিয়া বিশ্বয় রাম, অখিল ভুবন ধরি
জিজ্ঞাসেন জামকীর প্রতি । করি মহা ঘোর রণ
কে বধিল শতানন, অসৈন্য লোটায় দেখি কঁকরি
শুনিসনজ্জিহা সীতা, ওসীতাহইল সীতা, লাজে হে

করিল। বদন, হেনকালে সুরগণ, রামে কহর নিবে-
 ন, শুনিয়া বিস্ময় নারাগণ । অপরেতে রঘুবর,
 সিন্য সহিত তৎপর, অযোধ্যাতে করিল। গমন ।
 রাম আগমন দেখি, প্রজাগণ হয়ে সুখী, করে পরে
 সজ্জাচরণ ॥ রত্ন সিংহাসন পরে, বসিলেন রঘুবরে
 গীতা বসিলেন বামে আসি । কি কব সে রূপ
 শোভা, অপকৃপ মনোলোভা, তার। মাঝে যেম
 কাটি শশী ।

রাগিনী পরজ তালঘৎ ।

রামের বামেতে আসি গীতা বসিল । মেঘের
 কালেতে যেমন বিছাৎ শোভিল ॥ কি কব সে রূপ
 শোভা, অপকৃপ মনোলোভা, যেন সৌদামিনী আভা
 রাহে হইল । তুলনা কি দিব তার, অপকৃপ শোভা
 তার, যে হেরয়ে একবার, মুচ্ছাগত হইল ।



উষাহরণ নামক পাঁচালি ।

বাসুদেব বিরচিত, উষাহরণ নাম গীত, কৃষ্ণ
 গীতা অপূর্বকথন । বাণ রাজার নন্দিনী, উষাবতী
 নামে ধনী, রূপে গুণে অতি গুলক্ষণ ॥ এক দিন
 জনীতে লয়নে আছে সুখেতে; অপূর্ব পালক
 য্যা তায় । কৃষ্ণের পৌত্র যেই, অনিরুদ্ধ নামে
 ই স্বপনেতে হেছিল তাহার ॥ নিদ্রা ভঞ্জে অদ-

শর্ন; হইল কনা। অচেতন, কাম বাণ আসিয়া বি
 ক্লিল। যেন মণিহারা কণী, মূচ্ছাগত হইল ধনী
 আকাশ হৈতে ধরণী পড়িল ॥ কোথায় বসন তাঁ
 কোথা গেল অসঙ্কার, সিহরিল কন্দপের বাণে
 নয়নেতে বহে জল; মন হইল চঞ্চল, ওষ্ঠাগত হই
 জীবনে ॥ চিত্রলেখা চিত্রকনা, চিত্রাবতী চিত্রমা
 সহচরী গণে দেখে আসি। তদন্তু জিজ্ঞাসা করে
 যত সহচরী পরে, কি কারণে ধরায রূপনী ॥ শুনি
 স্বপ্ন কথা ধনী, সুনায় যত সঙ্গিনী, যে রূপে
 সঙ্গম করিল। স্বপ্ন যত আদ্যন্ত; কহিল সব তদন্ত
 শুনি সবে বিস্ময় হইল ॥ চিত্রলেখা সহচরী, কহি
 ছে প্রবোধ করি, শুনহ গুণো ঠাকুরাণী। তব ক
 চোবা যেই, মিলাইয়া দিব সেই, ভেবনাক ও
 বিনোদিনী ॥

রাগিনী বসন্ত ভাল যৎ ।

বধুরে না হেবে প্রাণ বাচেনা আমার, চিত্রলেখা
 চিত্রেপটে নিখে দেখাও একবার, মন হলো চঞ্চল
 উপায় কি করিবল, নয়নেতে এসে জল, প্রাণ বা
 হল ভার, মপনেতে দিয়ে দেখা, বঁধু হইল অদে
 হারাইলাম প্রাণ সখা, হলো বিরহে বিকার
 মহেশস্বর দাসে বলে, সবুরেতে মেণ্ডা ফলে, পা
 লো দিনকণ্ড গেলে সেই প্লেম কর্ণধার ॥

হুড়া । চিত্রলেখা প্ররোধকারি, কহে উদার করেধারি
 শুভ গুণে রাজকুমারী, অণেক ঐধযাধর । আনিদিষ
 এনাগরে, কহিলাগ গো তোমারে, কেন আরবারে
 করে, আলাভমকর ॥ এত বলি চিত্রপটে, লিখেধনী
 একপটে, যতদের পাটে, ইন্দ্র চন্দ্র আদি । কুবের
 আর ছাঁতাশন, অজাপরেতে পবন, মহীষে যম আ-
 বাহণ, হুংসপণে বিধি ॥ অশ্বিনীকুমার বরুণ, সপ্ত
 অশ্বতে অরুণ, আরযত দেবগণ, লিখিলা বিস্তর ।
 কহনম নহেতার, পুনঃলিখে আরবার, কৃষ্ণের দশ
 অবতান, অতি মনোহর ॥ রামরাজণেব রুণ, বৈশী
 কেশ বিনাশন, শুভ নিশুভ নিধন, সুগ্রীব রামবার
 হীকৃষ্ণের বংশ অপারে, পুন চিত্রপটকরেঃ কৃষ্ণের
 মুক্ত কন্দর্পে, লিখিলা যশম । স্বপ্তর জ্ঞান তাহে
 হরি, যাজেতে নতকুমারী, দেখি যত সহচরী, চম-
 পিত মন ॥ অনিরুদ্ধে তারপরে, লিখেসখী যত্বকরে
 নখিয়া ধনী মিহনে, নিজকান্দে হেরি । বলে ধনী
 বলয়েতে, এই সমপ্রাণনাথে, ইহারে দেখি স্বপে-
 ত, বিবহেতে মরি ॥

গীত রাগিণী সুবট । তালদৎ ।

এনেদেও প্রাণনাথে বিনয়কারি । সপমে দেখে
 ইহারে ঐধর্য আরধরিতেমারি ॥ সিনতিকরিয়া
 বলি, স্বরামবাণেশে তখারচলি, এনেদেখা

(খ)

সেনাগরে নছে প্রাণেতেমরি । সেই মোর
প্রাণধন, তারতরে রহে জীবন, নছে প্রবেশী
জীবন, বুঝি এইবার মরি ॥

শুনিকহে সহচরী, শাস্ত্রহওগে। সুন্দরী; চলিলা
এই আনিতে নাগরে । এতবলি টিট্রাবতী, রঞ্জনী-
তে করেগতি, দ্বারকানগরেধীরে ॥ যথায় করি
মন, আচ্ছৈ কৃষ্ণেরমন্দন, যোগাসনে হরণ করিল;
নিদ্রাগত অচেতন, শর্যাসহ ততক্ষণ, উষ্মার নিকটে
জানিদিল ॥ দেখি উষ্মা স্বীয়কান্ত, আনন্দে হইল
ভ্রাস্করিতে পাঠিল যেনশশী । কিরূপ আনন্দতাপ
একমুখেবলাভার, অধরেতে নাহিবরে হাসি ॥ হ
টাৎচক্ষুপাইলে অন্ধ, যেমন হয় আনন্দ, মণিপাতে
আনন্দিত কণা । রুকোদর পাইলে রণ, যেন হরণি
ভ মন, দৈবকী পাইয়া যশমণি ॥ নরাপূজ পাইলে
জীবন; সুখীতার জননী যেমন, দশেবার কোটা
যেমন । সেইরূপ উষ্মাবতী, পাইয়া কামসন্ততি, হ
ইল ধনীহরষিতমনি ॥ ক্ষণেককাল বিনয়েতে, নিদ্রা
ভঙ্গ আচম্বিতে, অনিরুদ্ধ চারিদিক হেরে । দেখি
ধনী কহেহায়, কেহে তুমি রসরাস, অকস্মাৎ আ
মরি মন্দিরে ॥ শুনি ধীরে২ কর; অনিরুদ্ধ মহাশয়
আচম্বিতে কেবা এখায়আনে । শয়নেতে নিদ্রালয়
আহিলাম আমি নিদ্রায়, সজ্ঞ করি কহমোর স্তানে
হাসিমা কহে, কুমারী, সপনে মনকরে চুরি, পুলা

ইরা ছিলে নিজালিয় । অনেক ঘটনকরে, আনিয়া
 ছি চোরেধরে; কিবাদগু দিব আমিতায় ॥ শুনিয়া
 হইহে কুমার, শুনধনী বলিসার, প্রেমভেদে করে
 বন্ধন । বন্ধে চাপি কুচগিরি; রুমাগারে বন্ধিকরি
 শান্তিদেহ উচিত যেমন ॥ এইরূপে ছুইজন করে
 কথোপকথন, ক্রমে প্রেমবন্ধ দৌহে হয় । এইমতে
 কতদিন, দৌহে হয় প্রেমাদীন, শুন অপরেতে যাহা
 হয় ॥ একদিন অন্ধনিশি; নাগর নাগরীবসি, দৌহে
 কহে প্রেমের কাহিনী । হেনকালে দৈবেতথা, শ্রবণ
 করিল কথা, আচামতে বাণনূপমণি ॥ পুরুষের স্বব
 শুন, রোষান্নীত দৈহ্যমণি, রাণীরে কছিল সব কথা
 কনাগৃহে রাণীযায়, দেখে দারবন্ধতায়, দারখোল
 টাকে রাণীতথা ॥ মর্কনাশ দেখেধনী, গৃহে আছে
 শুনমণি, কেমনেতে দারখুলেদিব । কোথায়হে মধু
 স্নদন, রাখ বিপদে এখন, ছোমাবিনে কে আর বা
 কুব ॥ কোথায়হে বিপদেহরি, রক্ষাবে কুপারনি
 প্রহলাদে রাখিলে যেমন শুভে । যেমন রেখেছিলে
 জৌপদীরে, বিবন্ধকরিতেনারে, ছুশাঃনন বর্কলো
 দহে ॥ এইরূপে বারেক, ডাকেধনী শ্রীহরিরে, অশু
 রীক্ষে হৈল দৈববাণী । শ্রবণে শুনিলানতী, আনি-
 রুদ্র ভবগতি, আমিবরদিলাম আপনি ॥ বরপায়
 মনোনীত, হৈলটোহে হরষিত; দারখুলেদিল ভব-
 গ । হেরে নীর পশ্চাতেতে, অনিরুদ্র আছেবনে

রাণীসে করিল নিরক্ষণ ॥ দেখে সৰ্বমাশ রাণী, হ-
ইল কন্যা স্থিচারিণী, সত্য রাজা যাহাবলেছিল ।
ক্রোধে পরিপূর্ণ রাণী, কন্যাপ্রতি কহেবাণী, তোর
অনুষ্ঠে এইকি হইল ॥

গীত রাগিণী পরজ । তাল আড়াখেমটা ।।

তাল রাজার কুলহাসালি । ওমো কলঙ্কিণী
এইকরিলী । নাড়ুলের জালেয়ে এখন যোগে
নৃত্য আরম্ভিলী ॥ কতশত নৃপবরে, রাজার
মান্যমানকবে, ইঞ্জুচন্দ্র আদিকরে, যারে
করে কৃতাজ্জলি । এইকি তোর মনেছিল,
পিরিতে প্রবর্ত্তহলো, ঘূণাকিছুনাহইল, কুলে
ভুলে দিলি কালী ॥

রাণীহয়ে ক্রোধান্বিত, রাজারে ভাকে স্মরিত, দেখে
কন্যা পুরুষের সহ । বোটা লৈ ডাকিয়া জানি, কহে
তবে নৃপমণি, চোরে শীঘ্র ধরিয়া আনহ ॥ রাজার
আরতিপায়, শতহ ছুতধায়, আনিবুলে করিল বন্ধন
যথায় বনিরাজন, চোরে জানি ছুতগণ, হাজির ক-
রিল ততক্ষণ । দেখি রাজা ক্রোধেকর, কারাগারে দুরা-
শয়, রাখগিয়া করিয়া বন্ধন ॥ যেমন কক্ষ তেমনি
কল, উপযুক্ত প্রতিকল, দিনেন আপনি নারায়ণ ॥
এতক্ষনি অনুচর, কুমার লয়ে সত্বর, কারাগারে
বন্ধনে রাখিল । ক্রমেতে প্রজাত্য নিশি, উঠিলা
ছাত্রকাবাসী, পরস্পর সকলে উঠিল ॥ হেনকালে.

নারদমুনি, বীণাগঞ্জে হরিধনী, বাণরাজার নিবাসে
 সন্তে যায় । দেখি রাজা মুনিবরে, পাদে অর্ঘ্যেতে
 তৎপরে, সিংহাসনে মুনিবরসায় ॥ কহিছে নারদ
 মুনি, কিকারণে নৃপমণি, দেখিতব বিবস্বদন । নি
 গোঁয়য়া কহতুহু, শুনিব ইহার তহু, তহুতহু বৃকিব
 এখন ॥ শুনি বাণরাজা কয়, কিকহিব মহাশয়, অ-
 নুরুদ্র নামে কৃষ্ণপৌত্র । বিধিঘটাইল তারে, সেই
 এতদিন পরে, আসিয়া হইল মমশক্র ॥ সতীত্ব সে
 তনয়ার, নরকৈল ছুরাচার, কোপে রাখিয়াছ কা-
 রাগারে । কিকরি এখনতায়, বলহ মুনি ছবায়, উ-
 পদেশ বহুই আচারে ॥ মনে মুনিভাবে, হইয়াছে
 ভালতবে, ভূমিগেলে দেবের নিস্তার । মুখেতে কহিছে
 মুনি, শুনে দৈত্যমণি, উপদেশ শুনহ আমার ॥ বন্ধন
 করিয়া তারে, রাখিয়াছ কারাগারে, ভাল করিয়াছ
 দৈত্যপতি । জীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র, তার পৌত্র অ-
 নুরুদ্র, বড়চুষ্ট সেইজন অতি ॥ রাখিয়াছ ভাল
 হোলো, যেমমকর্ক তেমনিকল, এতবলি বিদায়মুনি
 ধর । মুনির স্বভাব কুন্দলে, দোকাটি বাজায়েটলে
 আরোহণ করি ঢেকীপর ॥ ছারকাধাম যথায়,
 মুনিবর উত্থার, উপনীত কৃষ্ণের নিবাস । নারদে
 দেখিয়া হারি, বহু অব্যর্থনাকরি, বসিতে আসনদেহ
 জীনিবাস ॥ কহে কৈ বসিয় মুনি, কহে শুন চিন্তামণি
 হ্রীমদাখ ট্রেনোকায় প্রর । কহনিন্দা যেইহানে,

ত্যাগকরেনাধুগণে, মস্তকহেদন'যোগ্যতার ॥ আজি
 প্রভাতসময়, গিয়াছিলাম বাণালয়, দেখিলাম অ-
 নায় বিচার । তবপৌত্র অনিরুদ্ধ, রাখিয়াছেকার
 বদ্ধ; জিজ্ঞাসিনু সবসমাচার ॥ তারকন্যা উষাবতী
 কাপতে সুন্দরী অতি, অনিরুদ্ধ প্রেমপটে তার
 একদিন দৈবযোগে, তবপৌত্রে যোগেযাগে, ধরি-
 য়া রেখেহে কারাগার ॥ আমি মানাকৈনু তারে
 কটুভক্তি করিমোরে, ভৎসনাকরিল বারে ॥ এত
 যদি বলেমুনি, শুনি কোপে চক্রপাণি, কহিতেহে
 নারদ গোচরে ॥ আমিহই জগৎপতি, জিভুবনে
 রে স্তুতি, মনস্থানে করে সেইগর্ভ । স্বর্গমতে জিভু-
 বনে, সকলে আঘারে মানে, আজিতার করিবগর্ভ
 গর্ভ ॥ এতক তাহারসাধা, কারপৌত্রে করে বধ
 দেখিব কেমন সেইজন । এতকবালিমুনিরে, বিদ্যা
 করিয়া পরে, রণসাজ সাজেন তখন ॥ পরে হরি
 স্তপুরে, গিয়াতবে রুক্মিণীরে, পৌত্রেরসম্বাদ জানি
 ইল । বাণরাজার কারাগারে: বন্দিরাছে বন্দিঘট
 এইতত্ত্ব নারদ কহিল ॥ একথা শুনিরুক্মিণী: ক্রন্দ-
 করেন ধনী: প্রবোধকরেন হরিতায় । বেদন ক-
 নিবারণ: আনিয়াই করিতে রণ, দেখিব কেমন
 দৈত্যরায় ॥ এতখলি ছুতগণে, ডাকিহরি সঘতে
 সাজিবারে দিলা অনুমতি । বৃষ্ণের আরাতি পা-
 বছুগণ সাজে স্বরায়: পশ্চাতেতে চলে বহুপতি

দারুক রথ আনিল, নানারুহ নিশ্চাইল, কৃষ্ণঃ শব্দে
 কৈলা আরোহণ । করিমহা কোলাহল, চলে যত
 গজুকুঃ উপনীত বাণের ভবন ॥ যথায় সমরস্থলঃ
 মিলে আসি যছদলঃ মহাসিঃ হনাদশক করে । দেখি
 তাণ দৈত্যরায়ঃ দেখে হরি আগত প্রায়ঃ মনে মনে
 ভাবিল অস্তরে ॥ কেমনে আনিল হরি, আনিরাজ
 মমপুরীঃ বুঝি সহ্য কহিয়াছে মুনি । নারদের না
 কদে গোলঃ সদানামে গণ্ডগোল, সর্বনাশ করেছে
 আপনি ॥ তিন অক্ষরে নারদমুনি, লেটাবাদা বার
 ধনি, তিন অক্ষরের কিছু ভাল নয় । লাঞ্ছনা লাফা
 লাফি, না এরদোষ এই দেখি, রয়ের দোষ শুনহ নি
 শচর ॥ রয়েতে সদা রোদন, রোদনে কক্ষোত্যাগহন
 দয়ের দোষ দর্পহয় পরে । দর্পেনর হারথারঃ সমু-
 লে হয় সংহার, সকলেতে নিশ্চয় নারদেরে ॥ সে
 আসি প্রনাদ ঘটিলঃ বুঝিকি বিপদহোবে, কৃষ্ণের
 হাতেরক্ষা কে করিবে । যদি আসি ত্রিলোচনঃ এতুঃখ
 করেন মোচনঃ নহে দেখি বিপদহইবে ॥ এতভাবি
 দৈত্যরায়, মিজ্ঞান স্থানেঠেয়ারঃ শিবলিঙ্গগঠে মন
 হর । পূজে ষোড়শ উপহারে, লয়েজব্য সহস্রারে,
 গালবাদ্য করি ডাকে হর ॥

গীত রাগিণী দেওগিরি । তাল যৎ ।

কোথায় কৈলাস ঈশ্বর । বম বম হর হর
 ওহে দিগম্বর ॥ আনিঅতি অভাজনঃ না

জানি তজন সাধনঃ রূপাকরি ত্রিলোচন।
 হের একবার । কোথাওহে কাশীকাশু, দেখা
 দিয়া করশান্ত, নিকটহলো কৃতান্ত, তারোকে
 তারকেশ্বর ॥ মহেশ্চন্দ্র দামেবলে, পাড়িয়া
 ছি অকুলে, চরমেতে পদতলে স্থানদিনে
 নকুলেশ্বর ॥ ৬৮৬ ॥

পূজা শিবে দৈত্যপতিঃ নানামতে করেতু, তিঃ
 হ মম দুর্গতিঃ জাগি একবার । ওহে এন্দু ক্রাশীশ
 বাহ্মাপূর্ণকর কর্য মেহ মনোমীত বনঃ অনাদী ঈশ্বঃ
 ত্বনমামি গঙ্গাধরঃ হর দুঃখ দিগম্বরঃ কোথা ওহে
 কাশীশ্বরঃ মেহদরশন । নাহিকানি স্তবোতু, তিঃ জাগি
 অতি মূঢ়ামতিঃ রূপাকর পশুপতিঃ পাতিতপাথম ॥
 এইকপে স্তবকরেঃ দৈত্যপতি লকাতবেঃ ঘনগার
 ষাদাকরেঃ স্মরি ভুতনাথ । রহিতে নারিলা আর
 করিলেন আশুসারঃ হয়ে বিপ্রেঃ আকারঃ হইল
 সাক্ষাৎ ॥ যথাবসি দৈত্যপতিঃ করিতেছে শিবের
 স্তুতিঃ হয়ে জ্যাক্ষণ মুরতীঃ দিলা দরশন । হৃদকপে
 মহেশ্বর, বলেবৎস লহবরঃ বাহাইচ্ছা মেইবর দি-
 বক্রে এখন ॥ গুনিবাণ কতুলেঃ দেখিলনরমমেলে
 করযোড় করিবলে, শিবের অগ্রেতে । পাড়িয়াছি
 দুঃখনীয়েঃ জোনাবিমে কেহাতারেঃ আপনিখাইবে
 পরে কৃষ্ণের রণেতে ॥ গুন্সিকন স্থলপাতিঃ অধস্ত
 খাইব লীঃ ভয়নাহি দৈত্যমিঃ তাহার কার

শ্রীমদ্ভগবতঃ স্মরণেতেঃ কররণ কৃষ্ণসহিতে, আমি যা
 চিন পরেতে, ওরে বাছাধন ॥ এত আশ্বাস ভারতী
 গারে সুখী দৈত্যপতি, শিবেরে করিপ্রার্থিতঃ চলিল
 যগেতে । হয় হস্তী অংগনঃ সাজেকতঃ সেন্যগণঃ বা
 কিল ক্রতবাজমঃ নাপারি গণিতে ॥ বিমান পরে
 গণনঃ করিবাণ আরোহন, যথা আছেন মারায়ণ
 করিবারে । তথাগিয়া উপনীত, হইল দৈত্য স্ব-
 রিতঃ মাবেলাগ আচম্বিতঃ কুবের উপরে ॥ দেখিয়া
 কাপে ক্রীহরিঃ করে সুদর্শনধরিঃ ছাড়িলেন দমু-
 মারি, বাণের উপরে । হয়রথ পাড়েকতঃ লিখনে না
 মমতঃ শঙ্কাপারে দৈত্যসুতঃ পলায় অস্তরে ॥
 এইরূপে মারে বাণঃ ক্রীহরি পুরে সন্ধানঃ দেখি
 ওষে কম্পবানঃ বাণ পলাইল । হেনকালে মহেশ্বর
 আরোহিয়া বৃষপারঃ নিজে করিতে সমরঃ সমরে আ
 িল ॥ প্রথমতঃ শিবস্বরঃ ভ্যাগটেকলা দিগম্বর, প্রবেশে
 মাসিনতার ক্রীকৃষ্ণসৈন্যেতে । যত্বে সৈন্যগণপরেঃ কে
 রণ করিতে নাহিরঃ সকলে পড়িঃ জুরেঃ সমরস্থলেতে
 দখিকৌপে চক্রধরঃ ছাড়িলেন বিকুস্বরঃ মোহেরণ
 ঘরতরঃ শূন্যপারে হয় । কেহনহে শরাজরঃ তিম
 দবা যুদ্ধহরঃ দেখি সকলে বিশ্বাসঃ হৈল অতিশয় ।
 বকুতেজে বিকুস্বরঃ হৈল অতি শরতরঃ হারিলা
 শিবের স্বরঃ সমরৈঃ সত্যঃ দেখিকৌপে সজাধরঃ
 রিষণ করেশরঃ ব্যর্থকরৈঃ শরাস্বরঃ যত্নমারৈঃ শর

কৃষ্ণা সহিতাণঃ কারিহেন ত্রিলোচনঃ এপায় বে
বীর মনঃ উচাটন হয় । জহগতি আনিপণেঃ
মিলারণ করেঃ কহিহেন গঙ্গাধরেঃ করিয়া বিনয়



গীত রঙ্গিনী মলিত । তালধ্রুপদ ।

ওচপশুপতি করিহেমিনতি । করিছসমরকাহা
সংহতি । ইনি নায়ায়ণ বাঞ্জাকম্পতকঃ আমার
গুরুগুরু তোমার পরমগুরুঃ নিবেদন করি কা
রুপাক্ষুঃ ক্ষমহওরণে করিহে প্রণতি ॥
যাঁ ক্রোধ করেন দেবক্রীনিবাসঃ তবে এসং
সার হইবে বিনাশঃ মহেশ্বরে ভয়ে ওহে
কুর্ভিবাসঃ অস্ত্রমেতেপদতলে দিবোস্থতি ।
দেবীর বচনতবে শুনি বিশ্বনাথ । শ্রীকৃষ্ণের প
তলে করেন প্রণিপাত ॥ না জানি কবেছি রণ
মহাশয় । মমদোষ না জ্ঞান করিবে দয়াময় ॥
নিরা সন্তোষমনে কন গদাধর । আমার পরম
ভুযি বিশ্বেশ্বর ॥ এতবলি পদতলে পড়েননারায়
উভয় উভয়ের প্রতি দেন আলিঙ্গন ॥ হর বলে
সমরেতে কার্য নাহি আর । তব পৌত্রসহ বিভ
দেওব উষার ॥ এতবলি বাণেরে কহেন ত্রিলোচ
ক্ষেমহও সমরেতে নাহি পুরোজন ॥ ত্রৈলোক্য
শ্বর হন পুত্রু নারায়ণ । ইহার সীমবেসক হইবে
ধন ॥ এহ উপদেশবান শুন বাছাধন । আপন

অনিক্রমে দেহনাম ॥ সকল মঙ্গলহবেকার্যের
 বন ॥ সর্বাঙ্গিক রক্ষাপাবে শুন বাছাবন ॥ বাণ
 ন্তববাক্য খণ্ডন কেবলে । অবশ্য বিবাহ নিবা
 ক্তনয়ারে ॥ এতবান অনিক্রমে করি জানয়ন
 পনার সুহীতারে করে সমর্পণ ॥ নামাবাচ্য বা
 তছে মঙ্গল বামনা । কৃষ্ণচরে নৃত্যকীতে গায়
 রাঙ্গনা ॥ নহনত বৈসে বালাখানার উপর । অ-
 কলে উষার করেতে দিলকর ॥ শুক্রাচার্য্য রত্নপা
 পড়ায় সাঙ্গরে । অনিক্রমে কৈলদান নিজ স্তন-
 রে ॥ বাসর ঘরেতে আসি যতেক নাগরী । ক্রপে
 নিম্নিত যেন স্বর্গবিজ্ঞাথরী । রহাঙ্ক করিছেকেহ
 তেত মহিভেত । কেহদেয় উষায় আনি ধরের কো-
 লতে ॥ এইরূপ বাসর ঘরেতে যাগ গা । যামিনী
 পুতাত হৈল উদিততপন ॥ অপারেতে বৈন্যসহ দে
 ত স্মরণগা পৌত্রনধু পৌত্রলয়ে করেন গমন ॥
 মঙ্গলাচরণ করি যতেক রঙ্গনী । উষাসহ অনিক্রমে
 লয় যতখনী ॥ অমৃতপুরে লইল যতেক নারীগণ ।
 অনিক্রমে পায় সুখী ক্লিকণী তখন । সে কেমন ।
 যেমন মুণিপায়েরুণী । বিদেশীপতি পায়েরুণী
 নয়নপায়েরুণী । কৃষ্ণপায়েরুণী ॥ মৃতপুত্রপাইয়া
 জননী । স্নানপাইলে শকুনি ॥ রণপাইলে বীর । তে
 কপাইলে শরীর ॥ মদ্যপাইলে মাতাল । দশু পা
 ইলে কোটাল ॥ করপাইলে নৃপতি । কিতক বধে

জ্যোপদী ॥ যেমন খনপাইলে তুখিনী । তেমনি
নিরুত্তর আগমনে কুকিণী ॥

দেখিয়া সুখী কুকিণীঃ আনন্দিত হইল ধনীঃ
পোজা পোজনধুরে । মমাসুখে নু ধীসঃ করে ম
চরণঃ ছারকা বাসিরে ঘরে ঘরে ॥ রত্ন সিংহাসন
ক্লয়ঃ নসিলেন পরেঃ বাসে অসি ধমিলা কুকি
কিসোল হইল তারঃ তুলনা কিবিকারঃ দে
কোলে যেন সৌদামিনী ॥

গীত রাগিণী জয়জয়ন্তী । জাঃ পোহা ।
কিবামোভা স্থানের বামে সাজিল কুকিণী ।
মঘের কোণেতে যেন সোভে বৌদামিনী ।
দুঃখকে স্তবলে কুল, উড়ে বসে অলিকুলঃ
মঙ্গল মঙ্গল মঙ্গল বহে দিবস রজনী ॥
মহেশচন্দ্র দাসে বলেঃ হেনদিন নাহি
মিলেঃ জীকৃষ্ণের বর্ণন লীলেঃ হুত
অশ্রুত গনি । কুং ।

উদাহরণ নামক পাচালি সংপূর্ণ ।



রেইল ওয়ে নামক পাচালি ।

কি আশ্চর্য্য হায় হায়ঃ কলিযুগে ইন্দ্রপায় ই-র
জ সুপাল শিবোমণি । বুদ্ধে বৃহস্পতিবৎঃ ঠিক যেন
পুঙ্গক রথঃ নিশাংগেছে কলের গণ্ডিখানি ॥ শ্বেত
বর্ণের বুদ্ধিবলেঃ ঘোঁসাকলে আপনি তলে, এক

তু বিবক্রোশ বাঞ্ছে । শালেরযে ডা গায়েদিয়ে
 শত বাবু ভয়েঃ টিকিট আশ্বেগিয়া হৃদি বাঞ্ছে
 গড়ে ভারি ধামধুমঃ উঃস্বতে উষ্টিছে ধুম, মনে
 উঠেবা আকাশে । সারথি তুজনগোবাঃ ঠিক
 নন্দুরগোবাঃ নিতাই গোর দা গুয়ে রুপাশে ।
 মন মহরসাসীঃ একদিনেতে মাদেব কাশীঃ মায়া-
 মাযানি রেইলগুখে । যোরসমু হত জীবঃ কা-
 ত মরে হরে শিবঃ বসমস্রাজার সুখে ছাই দিলে
 বাজের বাক্য দেবেঃ যমতাজা বলেনজুঃবেঃ অ-
 মার সুচিল একিবাঙ । যিকার প্রাণুদ্যার হরেযবে
 বনিনে কাশীযাবে, কিদোষে আমারে এতদগু
 মরণে আমি জুগীঃ দুটো একটা কাশীকুগীঃ
 মর অধিকারের মধ্যে ঠৈরলো । তাও দেখি যে
 মন, তুরি ড্রাকান্তি নাহিশোমীঃ জামার জন্ম
 তা ভার হোলো । কি আশর্বা বাহা হুরিঃ বড়বড়
 কুর্বিঃ বরগার প্রায় পুণ্ডে পুণ্ডেতে । খেচাপে
 মার আরামেঃ থানবলে কামনি থামেঃ চল বলি
 মলে লুকুমেতে । বানিয়ে হু তাহকিকলঃ কলের
 রে উঠছেজঃঃ বিস্বকস্মার দর্প হরেনিলে । মাই
 নাই ঘোড়াঃ গাড়িরপোনে গাড়ি যোড়াঃ বক্ত
 রেছেতত বুড়েছেকলে । একিকাণ্ডযারনা বোকা
 গায় যদি লক্ষকোকাঃ রেইলগুয়ে আলেননা তা
 তে । গলা ভ্রবমরা যেমন, শব নিতে কুম্বননঃ এ

গাড়ি জানিবে সেইমতে ॥ পেঁড়োর বস্ত্র আঁ
 দারঃ দিনের মধ্যে যায় ছুবারঃ করে আবার
 স্তরে রয়না । বলে দে শীঘ্রগালগড়িয়ে, কলিকা
 আস বেড়িয়েঃ এসেযেন বসে থাকিতে হয়
 বন্ধহলো জলের পথঃ মার্জুরে হরে মৃত্যুবৎঃ
 পীর ঘাটেতে গড়াগড়ি । আঞ্জানিকি কোললে
 বলে সিঁদু দিচ্ছে পীরেঃ রাগকবে কেউ ছিড়ে
 ছে দাড়ি ॥ কেহবলে বাই হানকাছায়া দেহে
 হু কি হাইয়ঃ হাতটি হেলোপালে মোরগরে ।
 রাজ পুত্ররপুত্র হালয়ঃ হলেরহাড়ি জানাবাঃ
 হেকটি হাড়ি হাইনা হিনাস্তরে ॥

গীত রাগিণীবাহার । তাল একতাল ।

হায় হায় হায় দেহেযাই বেহাউ এভিদায়
 গোটিল । আঞ্জানি কি কালো কেবেচামা
 হন যোড়া বারহলো ॥ হাতটি হেলোপালে
 হামার হামনা হরেতে চাটা কিহরিহনে
 কিদেহে বহিমু হোতায় যাইমু হামার বিস
 লেতে দিনহেল ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরঃ কুবের আর পুরন্দরঃ এ
 ন স্বর্গ পরিহারি । দেখিতে কুইনের রাজ্যঃ হই
 জতি অবৈর্যঃ হৃদবেশে হলেন অবতরী ॥ বিষ্ণু
 বিষ্ণুতাইঃ জাহার বিনে মারখাঁইঃ দেখ কোথ
 দেবতার খাতি । সেইসময় এক দালাল আসিঃ

ইন্দ্রবাসিঃ বলেবাবু কতগুলি বরাদ্দ ॥ ইন্দ্রবন
 ভাইঃ সে আহার নাহিচাইঃ দেবখাত্ত কোথা
 প্রমাণাবে । শুনিয়া দালাল বলেঃ উইন্সনের
 ডিগেলেঃধর্ম্মঘাডের জিহ্বা ভাজাপাবে ॥ মহা
 বর. বাহন ঘাঁড়ঃ ঐকথা শুনিয়া ঘাড়ঃ ফিরায়ে
 নি ডাঁকে হায়ারবে ॥ ঐফাকর সদাশিবঃ আর
 বর দোহাউ দিবঃ খানিক থাকলে জিহ্বাবেটে
 বে ॥ দালাল বলে দেববাবুঃ কেনামিছে হওকানু
 নহরে সুখাত্ত যথেষ্ট । এক একটা বাজহুসঃ কা
 যাছে ছারি অংশঃ চারিজনেষে গেলে হবে তুফ্ট ॥
 আর বাহনচাঁসঃ ছাড়ে তখন দীর্ঘস্বাসঃ বলে
 বসি মরিতে এলেম মস্তে । দালাল বলে চতুশ্বখ
 কর্ম্মমিছে ভাবচুঃখঃ পরশায় মোরা সবপারিকত্তে
 পুস্তন যদি নাথায়ঃ নিত্য নবমাঃস চাওঃ নুতন
 পাখি মেরে এনেদিব । গরুড়বলে বাপরে বাপঃ
 গারুড়খি মনস্তাপ, নুতনমধ্যে আর্ম্মিহিত হবো ।
 সকল পাখি গেছেচলেঃ আশারে নুতনপেলেঃ মাঃস
 বে ডানাগুলি ছেটে । আর্ম্মিত অমরবটেঃ এদের
 কাছে মৃত্যুমর্টেঃ গুলিগান দেখলেপ্রাণকাটে । বাস
 াবণের যুদ্ধকালেঃ কতমেরেছি অবহেলেঃ সাদা-
 নুখের কাছে নাহিচাই । দেখশুনোঁবসু ব্রহ্মাঃ হ-
 ইয়া গেলেন হতভৈশ্মঃ ইন্দ্রবলে চলহ পালাই ॥
 ইফিয়ারে হুমেপারঃ বলেবাস কিরাপারঃ আমরা

অহি ইহাদের যোগ্য । কোথাকার বা ইচ্ছালয়, -
ইরে আমার মমেলয়, স্বর্গের উপরে এই স্বর্গ ।

গীত রাগিনী খিরাট । ভাল করাল ।

সানামা মহেরে ভাই হাবডার এই ধোরার
কল । একলের কাছেছে রেলাই মকলি দে-
নকল ॥ কেকরে বর্ণনারে ভাই একলের অ-
বিকল । কোথাকার বা স্বর্গপুরী কোথাকার
ইচ্ছালয়, হাবডার ইচ্ছেমনে এসে সৃষ্টি
ছাড়া সৃষ্টিহয়, অন্যদে বিলাতনাসি, এক
দিনেতে যাবে কাশী, সুখরাসি পেয়েছোরে
জুখানলে দিয়ে জল । ধ্রুং ।

বিধিকন ছিল গুমবঃ সেসব গুমবঃ গোলমোর, তে-
রে কান্নি যায়প্রাণ । যেদেখি হাবডার কাণ্ড,
সহোতে নয় ভ্রম্কাণ্ড, আমাদের স্বর্গপুরীখান ॥ ক-
সার এই আটচকু, ইখেওনা যায়জুখ, চাধিরুখে ব-
র্ণমা মাথায় । ইচ্ছাবলে আছানরি, সহস্রচকুতে ত-
মি হেরি, তবু আমার সাধমেটেনা তার ॥ একরে
র যে কতপেচ, তাবতেগেলে পড়ে কতপেচ, কা-
শকে অমহারিয়েছি হাবা । কোথাকার বা দেনশ-
কোথাকার বা বিস্কর্মা, এরাযে যেহাল্লিনকমা-
বাবা ॥ আমাদের পুষ্পক রথ, হর্দ বিঘকোশপা-
দিনের মধ্যে যেতেপারে ভেজে । তাহাতে আধা-
চাইঘোড়া, নইলে রথ হয়খোড়া ॥ কলে বলে চু-

এই এজে ॥ যাহউক তাই বলিহারি জাবড়ার কাণ্ড
 হইবে, আমাদেব দফারকা হলো । মহাদেব কবেন
 মক, আমাদেব মক ভক, দেখে শুনে উক পক্ষ
 মল ॥ এইবলে টিকিট নিয়ে, কাষ্ট ক্রেশ তড়েন
 মরে, ক্রিশেব আর ইক মহাশয় : বসতেও গাম্বু-
 হকে, ক্রীণাম পুবে নামিবে কেকে, শীঘ্রএম বিল-
 কামায় ॥ বিষ্ণু বন গুহে তাই, এমন মাগু দেখ
 বটে, বসতেও বাসির ইটীসনে । এক বেটা মেটে
 পরিচী, মটানেভে কবে ভকী, বলে নাম আর বি
 কক কনে ॥ ইকুবলে বিকাবখান, গাড়িব বি
 আছে ডান, উক জাছে বিবেচনা হয় : বসতেও
 মলকর; জিষ্ণুকন বিপদ ঘোর, হুশাবনে আখাব
 মরে হয় ॥ হন্দন গড় কবিদৃষ্ট, ক্রপালিতে উপবিষ্ট
 নামিবেতে পোড়ায় গিয়া থাকে । ভক কনগাইনে
 মলে; এগেম এখন কোন দেশে, ব্রহ্মকন জাল্য
 কাটার প্রামে ॥

রাগিনী বাহার ভাল একতাল্য

ভালরে ইংরাজ, এ কলির রাজ, রাখিলে কগ
 ত যশনা চোনাদের সমরে, নাপারে অমরে, পুখি
 কী করিছে বশ । কিবা গেরা সেনা, মুখ গুহ
 কণ, ভবুখায় রণ বস ॥ কাঁদেতে বন্দুক, বেধে
 িপে বুক, পাঙ্কে যুত মস্ মস্ ॥

(গ) :

বদনে বর্ণনা ভীত, কৃষ্ণ লীলা রসামৃত, পানে হা-
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ॥ শ্যামকলঙ্ক অধিকার, ঘেৰুপেবাধ
 রাধিকার, শ্রবণে শ্রবণ হয় ধন্য ॥ একদিন রুদ্ৰ
 বনে, নিরাক্ষিতে নবমনে, বাঞ্ছামনে হইল রাধার
 কৃষ্ণর গমনে ধনী, চলিলেন একাকিনী, যথা আছে
 ন ভব কং ধার ॥ প্রেমভরে প্রোদার চক্ষু বধে
 প্রমোদায়; কৃষ্ণ ভিন্ন দেখেন নব শূন্য ॥ যে নামে
 হয় নিরাপদ; ক্রমে ভাবি সেই পদ, নিকুঞ্জে রাই
 হলেন উত্তীর্ণ ॥ হেথায় কমল আঁখি, স্থির করি
 দুই আঁখি, আছেন রাই আশা পথ চেয়ে ॥ লগে
 যোগে রাইরূপ, নিবল্লুর বিশ্বরূপ, রাই ধামে আ-
 ছেন বসিয়ে ॥ হেন লগে শ্যাম প্রেমসীকুণ্ডর গমনে
 আসি কন বধু শুন নিবেদন ॥ বাঁশী শুনলে আম
 রা নারী, গৃহে আর রহিতে নারি, সদা মন হঃ
 উচাটন ॥ শুন ওহে নিরদকার, যে বেদন ক
 কার, ননদীর বাক্যে কার জলে ॥ শ্যামকলঙ্ক হলে
 নাস, যুচাতে হবে ওহে শ্যাম, নৈলে প্রাণ তেজ্
 গিয়ে জলে ॥ কুটিল কুটিলের দায় গৃহে থাকি হ-
 সোদায়; কিদায় ঘটিল বংশীধারি ॥ যদি কামে
 বসন পরি, ননদী প্রাণ বধে হরি, নিরাক্ষিতে দেহ
 না কাল দারি ॥ বল কি আর ঋষিকেশ, নস্ত্রে

এই কাল কেশ, মুড়াতে চায় ননদী আমার ॥ কাল
নয়নের তারা, দেখলে পরে জলে তারা, ওহে কাল
বাধ এইবার ॥ কুটিলে হলো কাল প্রায়, ভেবে
মোর কাল কায়, কব কায় যে যাতনা মনে ॥ তব
নাঙ্গে কাল নিবারণ, শুম ওহে কালধমন, কাণ্ডের
থাকেনা স্মরণে ॥ মুড়াতে আমার মনের কালি, নি
কুঞ্জের হইলে কালী, কালকুঞ্জে পাদ পদুদিয়ে ॥ তা
ইতে কাল ভাল বাসী, কালননদী পাণ্ডুরসী, কাল
হয় আমারে দেখিয়ে ॥ কুঞ্জকাল কোকিল ডাকে
যদি, তবে আমার কাল ননদী, মেরব শুভে দেয়
না কালমনি ॥ বলব কি আর চিরন কাল, কাল
নামে চিকন কাল, অহে, উঠে কাল ভুজঙ্গিনী ॥

রাগিনী কিঞ্চিৎ ভালবৎ ।

শুনহে বন্ধ বলক বুঢ়াওনা, আমার দাসীবলে কাল
শশী একবার করে হেরনা ॥ ননদী নাগিনী প্রায়
বাক্য বিবে দহে কার, ভেবে হলো নীলকার, পদে
ঠেলনা । অবলা আর গৃহ বাসি, কাল কপ ভাল
বাগি শুনহে স্যাম কদয় বাসি, নিশিদিন ঐ যপনা

হুড়া ॥ তখন শুনে কন রাধাকান্ত, হও প্রিয়ে
হও শাস্ত, নিতান্ত করি এই পন : পুরাইব সমকাম
তন কলঙ্কিনী নাম, নিশ্চয় করিব বিমোচন ॥ যদি
হয় সৃষ্টি লয়, হবু অম বাকারয়, লজ্জন করয়ে মাধ্য
কার ॥ পাণ্ডুর মুচলে যমের ভয় দিবলে হলো

পাচালী প্রবৃত্তি।

চন্দ্রোদয়, বায়ুকি যদি সহিতে নাহে তার ॥ যদি
 নামনে চন্দ্র ধরে, গরুড় যান মর্পোদরে, পতক্কে
 লঙ্ঘে যদি গিরি। জেজু গেলে ভাস্করের, সম্মান
 হলে তক্ষসের; জলবিনে চলে যদি তারি ॥ যদ্যপি
 গরল পানে বিশ্বনাথ মরেন প্রাণে, যদিহয় লক্ষীর
 মৈন্যদশা। চণ্ডাল যদিহয় উচ্চ ব্রাহ্মণ হইলে তক্ষ,
 সরস্বতীর গেলে বিদ্যার আশা ॥ শুন বলি রাই
 রূপসী, চন্দ্র যদি পড়ে থসি, ব্রহ্মার যদি অগ্নিতে
 হরুভয়। কুবের যদি ধনের তবে, তিক্কা কেরে দ্বারে
 পুণ্যে যদি আসু হয় ক্ষর ॥ অন্ধের যদি দৃষ্টি হয়,
 বোবার যদি কথা কয়, সাদুগণ যদি করেহত্যা। শুন
 রাধে সত্য কহি, ভেকের হস্তে মলে অহী, তবু মম
 কথা নয় মিথ্যা ॥ ভেবনা রাই রাজকন্যা, বনে
 বসি কুঞ্জারণ্যে। প্রভাত কালে রাধার জনো, চিন্তা
 মননেতে। স্নদয়ে ব্যাকুল অতি, গৃহে এলেম এগো
 কুলপতি, দেখে তখন বশোমতি, বলে বাৎসল্যে
 একে আমার মঙ্গল কপাল, গোষ্ঠে তুই লয়ে গোপা
 ল, মামনে আমার প্রাণের গোপাল, বধে জননী
 হলে দক্ষি পথাভীত, হই যেন জ্ঞান হতো; নরন
 নীরে জীবরত, জানিরে শ্যাম শশীরে ॥ তোরে
 কহি করি দয়, থাকি কহে গুরে কুব, না ছেঁরিলে
 রাই কহে, তবে অন্ধের আশা। বনে আসি লক্ষ
 রূপসী, চন্দ্রপানি, বরিপানি, কোলে লয়ে কীর্তননী

দেয় পুরায়ে আশা ॥ অপনেতে বাঁকা শ্যাম, রা-
খার কলঙ্ক নাম, ঘুচাইতে অশিখাম, সঙ্গণা করিয়া
ছগনা করিয়া ছলে, ধুলায় মূবরি ফেলে, পাড়িলেন
বাণীর কোলে মুচ্ছিত হইয়া ॥ বদনে বচন রুদ্ধ,
ফির হইল অর্থাধি পদা, দেখে রাণী বলে অদ্য
কেন এমন হইবে। ওরে আমার সুবলিধর, কেন-
না মুরলি ধর, অপনেতে লয়ে সব স্বর হারাহলি রে
ভাল জমনীব ধার শুধিল, কেন এবাদ সাধিল,
জীবন থাকিতে বধিল, জীবন কানাই বে। ব্রজে
এরাজ্য টেভব, তোমা'বিনে শূন্য সব, মা হয়ে কে-
মনে সব, অন্য কেহ নাই রে ॥

রাগিণী ললিত বিভাষ । ভাল ঝাপতাল ।

বলরে মা'কে বলরে বাছা কেনরে এমন হলি ।

মরি মবি নয়ন তা'বা কেন নয়ন মুদিলি ॥

ওরে ওঠবেহ কানাই, গাবলে আর কেহ নাই

এই যে বাছা মা বলিয়ে নবনী খেলি,

আবার এখন কি দেখিবে, ভাসি অর্থাধীমীরে,

কেন বাছা চুখিনীবে, ছুঃখ নীরে ভাসাটিলি ॥

শূনে রাণীর ক্রন্দন, তবু নন্দনন্দন; উত্তর না দেয়
জননীরে । বদনে না স্ববে বাক, নন্দরাণী হয়ে অ-
বাক, বসন ভাসিল নয়ন নীরে ॥ যেমন হুঁচি হার
অন্ধ, ঘাট ঘোর বিবন্ধ, মানহারা মানী । যেমন
রূপণ জন, হারায়ৈ সক্ষিৎ ধন, প্রাণ হারা প্রাণী ।

পাণালী গ্রন্থ ।

গাভী হারা সৎস, বারি হারা মৎস, বাণ হারা
 যোদ্ধা বিষ হারা সর্প, নাহি থাকে দর্প, পূজহারা
 বুদ্ধা ॥ পথ হারায়ৈ পাথক, হস্তহার যোগতিক,
 তেগ্নি যশোমাত। বনহারা পশু, মাতৃ হারা শিশু
 মন্ত্রী হারা ভূপতি। মণিহার; কণি, তেগ্নি নন্দ
 রাণী; এলাইত বেণী, হয়ে উন্মাদিনী, ডেকে কয়
 রোহিণী, আগি অভাগিনী, গোপাল ধনে ধনী,
 ছিলাম বুকে মানি, পুকে হরবাণী, পেলেম নীল
 মণি, সেধনে আজবনি, বঞ্চিত অনুমানি, এটয়ে এই
 এখনি, করে বংশীধনি, বেনগো জয়নি, পুত্ৰিত ধর
 ণী, কিকাল বজনী, পোহালনা জানি, শুনিরে রো-
 হিণী, হইরে ছুখিনী, ডেকেকয় উঠরে নীলমণি ॥ মু-
 ছাপত জলধর, হেরিয়ে হনধর, বলে গোষ্ঠে চল
 চলরে । দেখে হলেম কুণ্ডিত, কেন ধূলার লুণ্ডিত
 ভাই আমারে বলব বলরে ॥ হলোকি হোর পুণ্ড
 সাক, দেখে তব অবসাক, ছুখেপুণ্ড গৌলং গেলরে
 এসেছিলে গোকুলমণ্ডে, জীবন থাকতে জীবন বধি
 কে, ডালব ভাইব ভাইরে ॥ মরি হলো পুণ্ডকুল
 অকুলেভাসিয়ে গোকুল; কে তোমারে নিলবনিলবে
 জীবন হরি জীবনহরি, এতমুখের নন্দপুরী; অন্ধকার
 হলো হলো হলোরে ।

রাগিণী ললিত বিভাস তাল. ঝাপতাল ।

কইরে বল ভাইরে বল নাইশরীরে । ভাই ..

কেবল ওই সময়, বল রে বনরামেরে । যেমন
বিমাতার বাক্যদায়ে, বধুমণি বনে গিয়ে, শক্তি
শেলে হারাইয়ে, প্রাণের সহোদরে ॥ বনে
বনে কেদে ছিল রাম রঘুবর, তেমনি আজ বল
রামেরে ভাসালি ভাই নয়ন নীরে ॥

তখন ছিদাম আসি লয়ে বাঁশী দিয়ে শ্যামের
কাণ । বলে ভাই গোষ্ঠে যাই প্রাণ যে কেমন করে
লয়ে গোপাল চলরে গোপাল বিলম্বে কাহ নাটী,
তোমা ভিন্ন বনে অন্ন কে দেবে কানাই ॥ ভাগ
বাশি কালশশী বল কি বল মুখে । কমপটতা ছেড়ে
কথাকণ্ড আমার সম্মুখে ॥ জীবন অলে জীবন অলে
তেজবো তোমা ভিন্ন । তোমা বিনে রুম্মাবনে স-
কলি ছিন্ন ভিন্ন ॥ সদাই বল বাসি ভাল সেটা কি-
বল বাহো । অন্তরে বিষ রেখে কহিস নেখে রিদছে
বাঞ্ছ ॥ যদি ছেড়ে যাবে কেন তবে বাঁচানি রু-
দানন । কেনহরি করে ধবিছিলি গোবর্জিন ॥ একি
ছাখামল দাবানল কেন করে পান । কাল শশী
গোকুল বাসির দিয়েছিলি প্রাণ ॥ তখন ছিদেমের
কাণের হেরে ভাবিচেন বন্ধ । একি হইল বুঝি হই
লুরাধার কলঙ্ক ॥ প্রাণ মম সখা মম কেদে আকুল
হলো । উত্তর দান বাতিল মান রম্মনা কি দায় ঘ-
টিলো ॥ দিলে উত্তর তবেতো মোর যাই কলঙ্ক
ধাকে । উত্তর পক্ষে করা রক্ষে সঙ্কট আসাদে ॥

শঙ্কট কেমন ॥ যেমন দুই সতিনে হলে ছন্দ, কাহে
 বলবে ভাল মন্দ, পতি যেন হয়ে থাকে জন্ম । হলে
 প্রবল বাতিকের বল, খেলে শিনির রসমত ডাবে
 জল, কফেতে নিশ্বাস করে বন্ধ ॥ যেমন প্রসব
 কালে গরু বতী, তখনা সন্তান উৎপত্তি, গর্ভ ছি
 লে ছেলে রক্ষাপার । তাতেও কাবার বিপদ ঘটে
 পোয়াতি জানযম নিকটে, এদিক রাখতে ওদিকে
 ঘটে দায় ॥ যদি ভেঙে করে জুজ্ঞে ধরে, উদ্ধারিলে
 পারে নরে, আহারে বঞ্চিত করা হয় । স্বচক্ষে
 করি দৃষ্টি, কা করিলে জীব নরতঃ দেখতে হয় শঙ্কট
 উভয় ॥ আমার যে ঘটিলতাই, মম প্রাণাধিক রাই
 তার কাছে আছি প্রতিশ্রুত । ঘুটাতে কলঙ্কী নাম
 ছলেমুচ্ছা হইলাম, তাতে ছিদাম ডাকে অবিরত ।
 না শুনে বদন বাকা, ছিদামের সজলাক্ষ, বন্ধ যেন
 বিদীর্ণ হইল ॥ সখা বৃক্ষ ছেদ হেরে, দুঃখে নিজ
 বন্ধোপরে, চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিল । পরে
 নন্দ শুনে তদ্ব, হলেযেন উমমন্ত, পবন প্রায় আসি
 নিজ পুরে । হেধিয়ে বলরামেরে, বলরে বলোআ
 যাবে, কি শুনিলাম মরি রে মরি রে ॥

রাগিণী আসিয়া । তাল জৎ ।

কি শুনিলাম প্রাণে মলাম বলরে বলো বলরাম
 যে বল আমার সম্বল কিবল, আজ না কি সে
 বল হারিলাম ॥ গোপাল আমার অঙ্কের আশী

বুঢ়-গো বুকি নন্দের আশা, আজ নাকি মর্কি,
তো খনে বধিৎ হলাম । ব্রজে গে করি রাজকু;
গোপাল বিনে সব অনিতা, অবনমন করে নিতা
এতদিন ব্রজেতে চিলাম ॥

গোকুল নাথের মুখী দেখি, অাকুল হয়ে চিত্তে
খাঁখ, চিত্তে ক্লেশ গেয়ে অতিশয় । ব্যস্ত হয়ে অস্ত-
গে বন্ধভাসে চক্ষু নীরে, অনুতাপে তাপিত হৃদয় ।
তখন বাস্ত হলে ধনী যথা আছে কমলিনী, বাস্ত
দিতে শীঘ্র যাত্রা করে । হেথায় হেমদ কার, কুটি-
লের বাক্য দার, স্থালাতন আনে অস্তরে ॥ সেই
ফলে চিত্তে গিয়ে, চিত্তে জ্ঞান হারাইয়ে, কাতবে
কব শুনগো কিশোরী । যার লাগি আদরিণী, হয়ে
হিল কমলিনী, সে সাধ ঘুচিল আহা মরি ॥ রাই
ধোমার নয়ন তারা, মুদেছে তুই নয়ন তারা, তরা
য বাও রাখায় শয্যা আছেন । গোপীর মুখহলো
মতো, প্রাণ হয়েছে কণ্ঠাগতো, প্রাণের মাধব বাঁ-
চেন কি না বাঁচেন ॥ তরসা ছিল শ্যামপদ, বুঢ়লো
মুখ সম্পদ, কি বিপদ মরি প্রাণোয়াম । যার জন্য
গোকুলে, কালি দিলে গোকুলে, বুকি অকুলে ভাশা-
লে আলদ কায় ॥ গুরু গঞ্জন পরিহরি, হার গেথে
পরি হরি, রিদয়ে রাখিয়ে ছিলে প্যারী । কোন
মোর এসে হরি নিলে, কুরাল গো হরিনিলে; মরি হ
কেননে পাশরি ॥ প্রাণ বন্ধ হলো বিদায়, অন্দের

মত দেখিসে আর, আর পাঁচালী দেখিতে
বদন । কার উপরে করিবি মান, যুচলে তো
অতিমান, মানে২ ভাজগে জীবন ॥

রাগিনী মলিত । ভাল একতালী

ওরাজ নন্দিনী, ত্রিলোক বন্দিনী, পেয়েছে
কি.কিছু শুভধনি । রুদকনল সুখাশো, বিধি
নিদয় হলো, হরে নিল নীলকান্ত মণি ॥ যার
লাগি কালি নিয়েছিলে কুলে, সে বুঝি তো
মায় ভাসালে ভাসালে, গোকুলে অকুলে,
রাই তোমারে ফেলে, বধুযাত্রবে একবার
দেখসে চন্দ্রাননী । সাধনের দমি ধন হলো
ব্রহ্মে, কিধন লয়েববি গোকুলমাঝে, বলিতে
রুদ সওভে, বজ্রসমবাজে, কিশোরীগো হয়ে
আদারণী, হলি কাঞ্চালিনী ॥

চিত্তের মুখে ফুলিনী, শূনি রুক্ষের মুছাবা
হরে প্রায় উম্মাদিনী, যান এলোকেশে । কুটি
শুনে এসংবাদ, বলে আহা মিটালে সাধ । যুচ
রাধার পরিবাদ, মলো সঙ্গনেশে ॥ রাধার কল
ব্যাদি, যুচাতে শ্যাম গুণনিধি, করেতে করি ঔণ
অরণ করেন একা । মারাকরি স্বাধিকেশ, বৈভবে
ধরিবেশ, নন্দালয় হতে প্রবেশ, বৃন্দসঙ্গে দেখা
হেবে বৃন্দেরে কল কমলাধি, ওহে বৃন্দ শশ
কালশশী মুছানাকি, হয়েছে আকআং । এক

নিবাসিত্র, লইয়া ত্রিধপাত্র, এসেছিহে যাবতত্র
 চাব ব্রজনাথ ॥ শুনেকহে রম্ভেনারী, কে তুমি
 চিত্তেচারি, তাইতে মনে চিন্তেকরি, বলে। কি
 ধর । তোমাব নিবাস কুত্র, কেতুমিহে কাহার
 ত্র, দুেগিহে ত্রিধপাত্র, বোধহয় বৈজ্ঞবর ॥ তো
 ম চেন ২ করিষেন, কিন্তু চিত্তেচারিকেন, কপট
 াজরা মোরে পরিচয় দেওহে । শুনেকন বাকি
 ম, হরিবৈজ্ঞ মমনাম, এত্ৰজমণ্ডলে ধাম, শুনসমু
 বধে ॥ তুমি আমায় নারচিত্তে, তাইতে মনেকর
 ত্তে, আমিহে তোমারে চিত্তে পেনেহি একণে ॥
 মি চিনি জগজনে, অম্পজনে আমায় জানে, যে
 নে ভায় নিদানে, রাখি কুপাদানে ॥ শুনে পো
 ন্দর প্রাতি, বলে রম্ভে পেয়েপ্রীতি, কর দেখিয়ে
 প্রাতি, মাম্পু ত্রি করণে । আমরা ব্রজে যত নারী
 দ্ব্যাধিতেঅলেমরি, দেখদেখিহেমরেনাড়ী, কেম
 ঠৈ যাতনা ॥ আছেআমাদেরএকটা রোক্ষ অষ্ট
 দর হয় ভোগ, আরোগ্য হইবাব সুযোগ, নাই
 গুণনিধি । শুনেকন বাকিহরি, অগ্রেবাই নন্দ
 নী, পশ্চাৎ হেনুন্দনী, দেখ ব ভবব্যাদি ॥ শুনে
 নী কর, মহতের এউচিতনয়, কাঙ্কালে তুচ্ছ
 রেযায়; এবড় বেজায়হে ॥ দেখ সগরবংশ উদ্ধা-
 তে, গন্ধা জানেভগীরথে, ঘোপাপীলোক ছিল
 ধো, তারাও স্বর্গেযায়হে ॥ তিনিযে ভুবন মান্যা

মহতের অগ্রগণ্য, কিবল সগবৎশ্রমণ্যো, ভা
 স্নি পণকরে । ত্রিলোক উদ্ধারিণী গল্পে, স্ববারি
 বার আছে, প্রদানে ভবতরঙ্গে, নিদানে নিস্তার
 তুমি যাবেবলে নন্দাশ্রয়, পথেকেকই শরণলয়,
 কৃষ্ণ করিলেহয়, নীচ ব্যাভার সম্পর্গ । তাইতো
 নাবেকই, কৈ তব মহতু কৈ, মহতলোকে যশ
 নাহি চাহে অন্য ॥

ভা হা বিশেষ কেমন । যেমন নিদানেয় বি
 অগ্নেকরি পরীক্ষেক, পঞ্চাৎ নন্দ সমক্ষে, যেও
 তবে । সামান্য কথাতে বলে, পি ড়েম জিনে
 ভেঁয় চলে; এবাধি আরোপাহলে, বিদ্যা বে
 ধাবে ॥ শুনেকন কালশশী, ওহেবুন্দে সুকৃপসী,
 ব্যাধেতে দিবানিশি, জলতাই বল । বুন্দেবলে
 হরি, আমরা বুজের যতনারী, এক ব্যাধিতে
 মরি, গেল কুলশীল ॥

রাগিণী আলিয়া । ভাল যৎ ।

বিষমব্যাধি আছে গোপীরবল দেখিকিসে
 যায় । শুনে শ্যামের বংশীধনি মণিহারী
 কণীপ্রায় ॥ এরোগ আছেজন্মাবধি; কোথা
 মনা পাই ঔষধি, যেযা তনা এক্যাধির,
 কার অলেকার, লোকলাজ পরিহরি, সদা
 বাঞ্ছা হেরি হরি, ঘরেত রহিতে নারি,
 হেরিয়ে সেকালার । যদিঘরে কোনহয়ধা

ইহ শুনে শ্যামের বংশীধনি, অধরে নামের
 বনী, উষ্মা দিনী প্রায় । তুমি নিদ্রানেতে
 পাণ্ডিত যদি, কর এতাবধের বিধি, কিঞ্চিৎ
 দিয়ে ত্র্যধি, আরোগ্য কর ছুরায় ॥



শের বচন শুনি কহিছেন কৃষ্ণ । ওহে সখী এই
 বিতে এতপাওকর্ষ ॥ বৃন্দেকল্প এইরোগেতে
 সীল নষ্ঠ ; নব যুবতী স্বপতি ভাগ সব রাজ্য
 ঠ ॥ গঙ্গন রঙ্গন প্রায় হইলে কইপর্ষ : বাঁচ
 গলে গেলে লোকের গেলে সহেনা তার নষ্ঠ ॥
 রত ও শ্রীহরি হইলে ক্রীভর্ষ ; ভেবেই অপ্রভেবে
 নহে বিশিষ্ট ॥ স্বপতিকে করিয়েন শমন সমাধি
 ট ॥ শ্রীহরির প্রেম ভবেছে সুখাসমান মিষ্ট ॥
 শী বাজালে পরে কেউঘবেনা তিষ্ট । পিঞ্জরের
 গল প্রায় বড়পাই কষ্ট ॥ ক্রমেই প্রেমে ভুলেগে
 ঠিষ্ট । নব গিরিছে বাকীয়াছে জীবন অব
 ঠ ॥ শান্ত্রীকল্প কৃষ্ণপ্রেমসকলের স্রষ্ট । আমরা
 ঠ দেখিলাম কৃষ্ণপ্রেম অপকৃষ্ণ ॥ সেকিছু জা-
 ঠ সেকফ কৃষ্ণপ্রেম উৎকৃষ্ণ । ঐপ্রমে যে দৃষ্ণ
 ঠিকিপোড়া অদৃষ্ট ॥ মজিলেপরে ভুলিতেনারে
 ঠ বৈদ্য স্রষ্ট । বলে টেনে জানে কিঞ্চিৎ জানে
 ঠ প্রেমের কনিষ্ঠ ॥ গুরুজনার মাঝে হৈতে বাণী
 ঠ কৃষ্ণ । গেয়ে বনমাঝে সিদ্ধিহয় সর্গার মন

ভীষ্ণ ॥ ওহে হরি পিরিতকরা প্রবৃত্ত নিকৃষ্ট ॥
 মের শত্রু পাপ কলঙ্ক ক্রমে হয় ঘনিষ্ঠ ॥

রাগিনী কবিটঃ তাল কণালী ।

কি গুণ জানেগো শ্রামের বাণীতে । শুনে
 বাশী হই উদাশী যত গোকুল বাসিতে ॥
 নন্দীর বাটক্য নরন জলে ভাসিতে, তবুখে
 সাধহরতে মনে কালায় ভাসবাসিতে, হয়
 ঘোর নিশিতে, বনে প্রবেশিতে, বাজায়
 বাশী, কালশশী, গোপীর কুলনাশিতে ॥
 গোপীরকুলকাটেকালার প্রেমরূপ আসিতে
 এরোগ বুঢ়ালে পার গোপীর মন ভুসিতে
 শ্রামাক পনসিতে, থাকি হরমিতে; নানি
 মোগী কুলনারী পাবিসহ বাসিতে ॥

বুকের বচন শুন কহেন শ্রীপতি । এমন শু
 দিতেপারি রসবতী ॥ পীরিত করিবে তথাচ
 কেতে বলবে মতী । এমন মুখের প্রেমকরেতে
 কিবা কতি ॥ ওহে রুন্দে বৃন্দারণ্য জার যত
 শ্রাম প্রেমধিনী বিনেসবেহবে অসতী ॥ অগ
 প্রেনে মুখে করিবেগতি । কলংকণী নাকর
 কতি কিহেদুতী ॥ যেমন চোরকে যদি সাধু
 মের বিরুদ্ধনয়, ভবেতার কিহুংখ চোর হই
 যদি মুখ কে পশু হবলে, বিদ্যার কলকাল
 কিহুংখ সে অবস্থায় টেরতে ॥ যদি দীনকে

শঙ্ককল্যানীর ।

৪৩

মান, সর্বলোকে রাখে মান, তবে কিছুণে দাঁড়িয়ে
 স্বেচ্ছাতে ॥ যদি বিষথেলে হয় রিক্ত, মুখা সম লাগে
 রিক্ত, নিরানন্দ হর্যাক বিষথেতে ॥ যদ্যপি রূপণ
 বনে, দাতাবেলে ত্রিভুবনে, কিস্কতি তার সেকুপণ
 গায় । যখন কুটিলান্ত সবলজনে, সবল বলে সর্গ
 জনে, স্বভাবের গৌরব বাতায় ॥ ভেমনি পিরিত
 দাঁড়বে ওহে বৃন্দে, শ্যাম কলংকী বলে নিন্দে, কেউ
 গাঁদ না করে ত্রিভুবনে । লোকে বলবে সাধাসতী
 বের পণে হয়ে কিস্কতি, কও দেখি তাই শুনিছে আ
 গণে ॥ শুনেকয় বৃন্দে ধনী, ওহে বৈদ্য চুড়ামণি,
 কদমদি পারদিতে । সত্যকই হরিবৈদ্য, চিরদিন
 লবঙ্গ, দিবপ্রাণ চাহবা দি লভে ॥ শুনেকন হরি
 বলা, প্রতিজ্ঞা করিলাম অদ্য; এরোগ যাবে শুনছ
 বদন্তী । ভেবোনা আর সহচরী, বলে আসি নন্দ
 রণী; ডেকেকন কথা যশোগতী ॥ শুনিয়া বৈদ্যর
 কিস্ক নন্দের বানিতে । উপনীত হৈল আসি ক্রন্দন
 লাতে ॥ বৈদ্যকন লোকমুখে পাইলাম শুনিতে ।
 পদ ঘটেছেনাকি নীলকান্ত মণিতে ॥ আকস্মাৎ
 চহানাকি হলে ধরনীতে । কিব্যাধি হরেছে মা
 যাই এসেছি জানিতে ॥ রাণী বলে সবধন এই অব
 হে । ওখন আরোগ্য হলেপার আমারে কিনিতে
 নীলকান্ত মণিবৈরাগ্যনাই অন্য মণিতে । ওখনে
 রাণীর কানেপাইনে আর শুনিতে ॥ কালনাগি

ক হারা হয়ে দংশে কাল ফণীতে । বেরয়না প্রাণে
 মন পাষণ পারিবে তাজানিতে ॥ যদিবাচে কে
 সোণা; দিব চত রূপা সোণা, বাসনা হইবে তবেপু
 উঠলে আনার প্রাণের গোপাল, চাহ যদি শত
 পাল, বৈদ্যবাজ ভেবোনা তজ্জনা । মাবসলে নী
 কান্ত মণি, দিব নীলকান্ত মণি, ধনীবটে রাজরাজ
 হই । নহি অন্য ধনের কাংগালিনী, গোপাল বি
 পাগলিনী, শুধনবিনে নিধন হয়েই ॥ যদি বা
 বুজেশ্বর, লয়ে স্বর্ণথালে ক্ষীরসর, আচ্ছের
 তোর বদনে । শুনেবাক্য বৈদ্যকন, নহে অন্য ধ
 স্যাবিকান, বাক্য আছি যা তোর ঐ গুণে ॥

রাগিনী মলিত । তাল একতাল ।

অন্যধন নালই, ভক্তিধনেরই, বিক্রীত স্বীকৃত
 হলেমগো রানী । স্নেহভক্তিডোরে যেবাধে
 আমারে, কেনাজানে কেনাহই জননী ॥
 সামান্য ধনেতে নাহি প্রয়োজন, ভক্তিধন
 ঘেদেয় সেই প্রিয়জন, বাচিলে বুজেশ্বর,
 কিঞ্চিৎ ক্ষীরসর, আমায় দিসগো বড়ভাল
 বাসি খেতে তোর নবনী ॥ স্নেহভক্তিগুণে
 বন্ধন স্বীকাংকরি, ঐধনে আমিহই ছারের
 দ্বারি, শুনে কহে হরি, আমি কিসে তরি,
 তজিনাইসে ভবেরহেরে কাপে তনুতরনী
 দেবে গোপালের কর, বলেন রোগদুষ্কর, ১০

কাচিবেন ইনিসঙ্গন, স্থিরকরমতি । বৃজে যতবসন্তী
 নন্দেখিকেসাসতী, শীঘ্র করযশোমতী তার জনমতি
 ময়ে এই ছিদ্রকুম্ভ, তার পরিপূ। অধু, আনিলে
 পুরে তবে শস্ত; ঘূচাবেন এইবাণি । কররাণী বাটি-
 ত, আনবারি বাটীতে, সেইকলেতে, হবে এই ত্র
 যধি ॥ শুনেবলে একরমণী, ভাবিসনে আর নন্দ-
 নী, সাধাসতী সত্যজানিঃজি টলেকুি টলে । শুনে
 গিয়ে দ্রতগতি, ডেকেকয় যশোমতী, দে কুি টলে
 শশেমতি, বাঁ চা প্রাণ গোপালে ॥ জ্বায়করে আম
 গো বাচা, মেয়েবমখে) তোরা বাচা, বাঁচাও আমার
 প্রাণের বাছ', নীলকান্ত মণি । একে কুি টলে অহ
 কাবি, তাতে বল্লে সতিনারী; অধির উপরে ঘূত্বে-
 ন কাঁড়ি, পড়িল অমনি ॥ একে মুখ' তারবাঙ্গ, মরি
 চে হিসালে লঙ্গ, একে ধান্মিকভায় সাধু সঙ্গ । একে
 গলে বাস্তিকবুদ্ধি, তার উপরে পাওলে সিঁচি, একে
 কুন্ডে তাহে জীর্ণঅঙ্গ ॥ একেশুরূপা তারসজ্জা, সাধা
 সতী তার লজ্জ, উৎসাহে পড়িলে ঘূতের ছিটে ।
 একেদাতা তার মিষ্টভাসি, গলগণ্ডের উপরে কাঁসি
 পায়সানের উপরেতে পিঠে ॥ একে বলঙ্কী বলে
 লোকে, তার নর্তচন্দ্র দেখে, কাটাঘায়ে লবনের
 ছিটে । একে চক্রে হয়না দৃষ্টি, তার হারালে হাতে
 ঠিকি বজ্রঘাত পড়ে কুজরপিঠে ॥ একে গুমরে

করনা কথা, তার রাণী বলিল পছন্দিতা, অহঙ্কার
 কর কুঁটিলে নারী । জানিগো রাণী সকল জ্ঞান
 ত্রজের যত পাড়াচলানী, আন্তেষ্যক ছিত্রঘটেবারি
 বড়াই বড় বড়াইকরে, বৃন্দেযেন বেঁধেমারে, কেউ
 মরি হয়ে সতীসাধা । কোথায় রৈলি ধীবে হী
 লুকালি কেন আয় বাহিরে, সতীনামটা রাখনা
 জের মধ্যে ॥ কোথা রৈলি চলানী, এইদেখ জ
 আনি, পারিস যদি জানা কুন্তলয়ে । হলে সতী
 তল্লাস, আমার মনেই উল্লাস, সবাই রৈলি ঘরে
 পাট দিয়ে ॥ কোথায় রাহিলী রাজী, জল আনি
 হেররাজী, মাছি আমি দেখে তোরমাথাখেয়ে । কো
 থায় এখন রৈলী ভীনে, নইকো আমার সুখে
 সীনে, গোকুলমধ্যে আমি শ্রেষ্ঠমেয়ে । কোথায়
 লক্ষ্মণি, জল আনিলে লক্ষ্মণি, দিবতোরে প্র
 জ্ঞা আমাব । সাধে অহঙ্কারিহই, ছিত্রঘটে
 বই, আনে জল হেন সাধ্যকার ॥ কোথায়
 রৈলি সোণা, লোকের মুখে যায়লো সোণা, তুই
 কিলো সতি একজন । থাকে যদি বুকেবল, ছিত্র
 ঘটে আনগে জল, জলবে ধাচানার ॥ কোথায়
 রাখার অর্ঘসখী, কেমন সতীত্ব দেখি ছিত্রঘটে
 আনে জানা জল । কথাবৎ কহিস নোকে, শ্যামকে
 জন বরণকার, তা সমকি আছে সতীর বল ॥ ভ
 জানি তোদের বল, প্রত্যক্ষ ভারি কলাকল, নই

পঞ্চকল্যানীর ১

হা প্রতিকল পাৰি। শ্ৰামের প্রেমে প্রমীহয়ে, রঙ
মনকে প্রবোধদিয়ে, ভূমিহয়ে চেষ্টা স্বর্গে যাৰি ॥

রাগিণী ঝিকিট। তাল কয়ালি :

দেখলো ঢলানী এইদেখজল আনি। ওলো
সুধকরে কি এ কুটিলে হয়েছে ভুবন মানি
ভাগ্যে মোরা সতিনারী ছিলাম পোকুল
সধো, নাঞ্জনরিবলতেনারি, কেউনাইসতি
সাধো, দিকলো তোরমুখে আশুন; সতিনারী
র কতোগুণ, দেখলো চেয়ে, গোপের মেয়ে
ও রন্দে রমণী ॥

যানোহুঃখে বৃন্দেবলে, বড়ইবলিস নিজবলে, সতী
বৈই এত অহঙ্কার লো। ঘূচাবেন তোর আরিজুরি
নাছেন দর্পহারি হরি, কিছাব আরি মিছার মান
প্রার লো ॥ অতিশয় কিছু নাশয়, অতিগর্ব করি
এ হয়, সব গর্ভ রহেনা বজ্রারলো। শুন কুটিলে
তোরে বলি, অতিদানে বর্জবলি; দেখলো ভেবে
পাতালেতে ধায়লো ॥ দর্পকরে বলিস রুঢ়, অতি
দর্পকরে গরুড় হনুর বগলে বাসহলো। অতি রূপ
বতী রঞ্জাবতী; রাবণহলো উপপতি, মন্দঘটে হলে
অতিশয়লো। যদিঅতি মৌনেরয়, ভবেতারে লোকে
দয়, সত্যয় জানেনা কথা কইতে। অতি বক্রাহলে
পার, লোকে বোঁকা বলেতারে; খেপেলোক অতি
বিদ্যাতে ॥ অতি ভালনয় কোন অংশে, অতি

মানেন সবংশে, জুর্যোধন নিধন হইল ॥ অতি কণ
 বতী সীতে, হলেন পঞ্চনটি বাসিতে, অতি সাহসে
 মদন ভঙ্গ হলো । অতি ভোজন কুলক্ষণ, অতিভক্তি
 চৌবেব লক্ষ ।; ত্রিভুবনে এই কথা কয়লো । তাই
 বলি কুর্টিলে নারী, আছে দর্পহারি হরি, রবেন
 বজায়লো ॥ কুর্টিলেকয় ওলোরন্দে, সাধেকি ভোরে
 করি মিন্দে, আমার গুণচাকতে বাঞ্চামনে । কথা
 কিলো গুণচাক, কাটি পড়েছে শতচাকে, মোর
 সতী জানে ত্রিভুবনে । করে কর অচ্ছাদন, রা
 তে চন্দ্রের কিরণ, সাধকরেছ সামান্ন রমণী । এমন
 শুনেনি কেহ, কাঁচাধন বর্ণদেহ, কালি মাখিয়ে
 কাল করিবে ধনী ॥ সাধেকি ভোরে বলি বন্দ, ব
 স্তে দেগাশাপের গন্ধ, ঢেকে বাখিবে গন্ধক মিশ্র
 মো লো বৃন্দ রমণী, শতচন্দ্র কাশু মণি, বস্ত্রেবে
 বাখিবে লুণারো । মনি মরি একিছুথ, মিলে শত
 রুধ, পাঁপুতের মান করিবে ধরণ । তাইতে বলি
 ওলো বৃন্দে, করে লোকসমাজে আমার মিন্দে,
 বুচাবে মান হা আমার মরণ ॥ তখন বৃন্দেরে
 গুণা দিলে, গৌরবেতে গা ছুলিয়ে, আনতে বারি
 যায় ধনী জীবনে । ভাবিছে মনেদামান্য, অপ্রগন
 ভুবন মান্য, ধন্যনাম রা টিবে এতদিনে ॥ বলে লর
 হিহুকুস্ত, গিয়েতোলে পরিপূর্ণ অধু; শতু ভাবি
 রিয়া ককেতে । কর কর পড়েবারি, দেখিয়ে

ন নারী; চক্ষেরবারিনানে নিবারিতে । বলে গোপ
 রমণী সেই বৃন্দে, তার কথা গায়ের বৃন্দে, জিজ্ঞের কথা
 বড় জলে যাবে । বড়ায়ের কথা বড়ই মন্দ, লালিতে
 কাঁসি কবে বৃন্দ, বিশাখার কথায় বিষখেতে হলে ।
 উদ্রা করিবে ভৎসনা, ভয়ে প্রাণ আর বাচেনা; পদা
 কাঁসি পদাঘাত করবে ॥ চন্দ্রাবলী বলিলে যখন
 চাঞ্চায়ণ কিকরিব তখন, নরমেতে থাকতে হবে মরে
 বন্ধদেবী করিবে রক্ত, নবাই আমার বৈরুল, ঐবুল
 লয়ে নবাই থাকবে । কবেছিলাম মত গরু; সেগরু
 হইল খর্ক, প্রাণগেলে ও ঐ কথা না চাকবে ॥

রাগিণী আলিয়া । তাল যত ।

জলেবসনযাচ্ছে ভেসে । ক্রতনন্দাগরে এসে
 ক্রোধেকর বৈদ্যপাসে, তোরে ভাল বলি
 কিসে; হেরে বৈদ্য সর্বনেসে, কলঙ্ক রটালি
 শেষে । একুন্তে কি জলএসে, এ চিকিৎসা
 কে প্রকাশে, গোকুলবাশী দাঁড়িয়ে হাসে ॥

সরিং ঐছুখে, ভালতোর নিদান শিক্কে, পোলেম
 ভাল পরীক্কে, বলতেকথা বাক্কেবক্কে, এতভক্তের
 দম্মুখে, তোরে জানলে কোন মুখে, চিকিৎসার
 উপলক্কে, মিছা বেড়াস ত্রৈলোক্কে, খাসযদি করে
 ভিক্কে, বড়ভাল নেতোর পক্কে, ॥ শুনে বৃন্দে করে
 বৃন্দ বিক্কেতাই কইল । কইতলানী এই জলআনি
 কইলি জল কইলো ॥ কুইঘরের বসে, মদনরসে, হুয়ে

আহিস জয়ীলো । দেখে নিতাই হোর অনিত্য জন
 ক হয়ে বোইলো । গেল ছারখার । সজহঙ্কার, ব
 কুটিলে কইলো ॥ তুলে বদন কর্ণমবচন একটু
 নাইলো । ও কুটিলে আমরাহলে লাজে মরেযা
 লো ॥ একিবুকেরপাটা দুকানকাটা লাজনাইলো
 হলো । সাথে করিকি রোষ আপন দোষ ঢাকিস ম
 ইলো ॥ ওনো পাঁপিয়সী পাপকে জ্বিস করালি
 লাইলো । ও কুটিলে আমরাহলে এখন বিষখ
 লো ॥ শুনে মনোজুখে কয় কুটিয়ে, সতীমামটা
 টিলে, আঁটকুড়ে ঐ পোড়াকপালে বৈদ্য । হলে
 যেন সতীনারী, হিঙ্গ্রঘটে আন্তে বাসি, পারে
 আছেকারসাধ্য ॥ হলেযোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত আ
 ভূমিকম্প প্রভৃতি, মনেরকথা পারে কি গুনিতে
 অতি বিদ্যাবান হলেপরে, যখন সেবা মনেকরে,
 কি পারে বিদ্যার গুনেতে ॥ যদিপায় বহুধন, তবে
 ই কি এই ত্রিভুবন, ধনদানে পারে দীন ভূষিত
 অতিসাহস হলেপরে, তবেকি দক্ষন্দে পারে, ভুঙ্ক
 বিষরে হাতদিতে ॥ যদিহয় ভাগবৈদ্য তবেই সেই
 রোগ অনাধ্য, তাকিপারে আরোগ্যকরিতে ॥ হলে
 পরম যোগী জগৎপূজ্য, ছয়রিভুসমুদয় তেজ্য, ক
 তে যেকি পারে কোনমতে । যদিহয় সুরূপসী, ভ
 বেই নগণের শশী, ঢেকেতার বিবর্ণ প্রকাশে । কে
 মনি হলেম বলে সতিনারী; হিঙ্গ্রঘটে আন্তে বাসি

অনাধ্য যা সাধ্য হবে কিসে । শুনে ক্রোধে কয়রুদ্ধে
 মাধে কি ভোর কারি নিশ্চে, ভোরকথার বিক্ষে বাণ
 ক্ষ । ভুই যদি হুতিস সাধো, যারি হিঙ্গু ঘটনখো
 ধাশ্চে ভার হতোনা ভোর পক্ষে ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী । ভাল কয়ালী ।

সতীর কিতাব এই ভার কুটিলে । ভুই পতি
 ব্রতা বৃথা কথায় অহুতলে ॥ একসতী সেই
 সত্য, হে হকরে কতব্রত, হরেছিল সাধা সতী
 মতপতি বাচালে । আর একসতী দীতারগুণ
 পারিলে বর্ণিতে । বর্ণিতে পরীক্ষা হলো
 জানেন্তা সকলে ।

সুনঃ রুদ্ধ বলে কুটিলে পেরেছি সতী যাশ্চে ।
 যদি যানিস মনে কিকারণে গেলি জল আশ্চে ॥
 বৃষ্টি প্রেমকরে থাকবি অতি মনভ্রাশ্চে । মনে নাই
 নাই গিলেছিল এলি কান্দে ॥ এতদিনে রাখার
 বুচল মনোচশ্চে । ভোর পোড়ারমুখেগ গুনা আর
 পাইনে যেন শুশ্চে ॥ কোনমুখে বা পারবিবলো ভুই
 গুণনা আর হাশ্চে । গরুড় ডরাবেন না আর সর্প
 বিষদশ্চে । গ্রহকোটগেল এখন গৃহেয়া নিশ্চিন্তে
 যারলাগি কলঙ্কী হুগি করগে তারচিন্তে ॥ আমরা
 কালার ভাবি চিরকাল মুক্তিপাব অশ্চে । ভুই গৃপ্ত
 কারপ্রেমে মজেছিল একাশ্চে ॥ মনবদি সপিতিস
 মনী কালার পদপ্রাশ্চে । মনমধ্যে বাঞ্ছাহতো কল

স্ত্রী নামকিস্তে ॥ কালী কলঙ্কীন যানের কর
 দিনান্তে । বলিবদি পুরাণ উক্তি মুক্তিহয় প্রাণ
 যানিসনেলো মানিসনেলো বিদীত বেদান্তে । অ
 উক্তি পায়ে মুক্তি ভাবিলে শ্রীকান্তে ॥ কার
 আছে পাবে অচিস্তেরে চিন্তে । চিন্তাতাজি চি
 মণি ভাবে জ্ঞানবন্তে ॥ অজ্ঞান তিমিরাবৃত্ত
 চিন নিভান্তে । তাহলে কালী যেতোজালা ছুতো
 কৃতান্তে ॥ শুনে কৃটিলেকয় একিআলা, চিরকাল
 কালার, ভেবেতোরা কালটা কাটালি । মর মর
 কালামুখী, রাইকে করিলিকলঙ্কী, কোণের বউ
 বুঝিয়ে মজিয়েদিলী ॥ পরম ব্রহ্ম বলিস শ্রী
 তোর কথায় স্তামেরবামে, বসন্তেযাব একি ছুর
 ক্ট । পুণ্ড্রব্রহ্মের কশ্মনাই, ব্রজেএসে চরানগাই
 ঋগ্নান রাখালের উচ্ছ্বস ॥ ওকথাব কি আশি
 ত্বি
 দিবকুলে জলাঞ্জলি, হামলো হায় ওকথায় বি
 এক পেয়েছিস কাচামেয়ে, কুল মজ্ঞান মস্ত
 মজিয়েদিবী যেমন রাই মজালি ॥ মজিয়ে হো
 ঘটকালিতে) মনরেখেছি মাকালিতে, পরপু
 মন সমান দেখি । অনর্থা জানিলেমনে, ভবেকিলে
 রাই জীবনে) বিচারকরে দেখনা প্রাণসখী ॥ ম
 মরি একিছুখ, যেমনে জানে আশিমুখ, লেকিযা
 পাণ্ডিত সমাজে ॥ চোর পরীক্ষা হয়যথা, তকরে
 যারতথা, ওলো বৃন্দে দেখনা মনেধুয়ে ॥ ওখন

টলে নারী, কুটিলেব করখরি, বনেকেন মর্ত্তে গয়ে
ছিলিলো । দেখে নয়নজলে ভাসি, সাধকরে কলঙ্কে
র কাশি, লয়েকেন আপানি গলে দিলিলো ॥

রাগিনী ইমন । কাল যৎ ।

কুল হাসালি ভাসালি এইগোকুল । জামি
জগত রাস্ত, তোর সতী নাম নষ্ঠ, করিলী ছু-
কুল ॥ একে শঙ্কনাদেশ শঙ্ককলে, তার
আবার নিশ্চল কমে, কঙ্কথার ভুলে ভুলে
দিলিলো কুটিলে । কিঞ্চে ভুই অশোছলী
এমন কুলেকালিদিলী, কেনবা জল আস্তে
গেলি, হারালি একুল ওকুল ॥

শুনে কুটিলে বলে কে দে, আরকেন মা মারিস
বেবে, কাটাঘায়ে লবণের ছিটে । একে জলছি ক্রো
ধানলে, বৈদোর কুঙ্কে ভুলে, জলেগিয়ে পড়েছি
শঙ্কটে ॥ পাপকল্প কিরয় গোপনে, কছু আমিতো
জামি স্বপনে, দেখিনে পরপুরুষের বদন ॥ মা আ
মায় বলিসনে মন্দ, দেখেছিলাম নষ্ঠক্কে, তাঁইতে
আমারহইলএমন ॥ এ আবার কোথায় ঘটে, বারি
আনা ছিদ্রঘটে, দেখিনাই কখননাই শুনি । বৈদ্য
নয় এ কালস্বরূপ, ঠাউরে মা দেখনা রূপ, ঠিকঘেন
কালার গঠনখানি ॥ ওর আকার ইচ্ছিতে, আর ন-
য়ন ভঙ্কিতে, বোধকয় সে নন্দেরবেটা কাল । চির
কালটা কালরূপ, হয়েছে কালস্বরূপ, কালবেদ্য

এসেও দিলে জালা ॥ তখন আমি যশোমতী কর্তী
 লেরে কয় । তোমাবিনে বৃন্দাবনে সাধ্য কেউ নয়
 স্থানি ভীবন দেশা ভীবন বাচা জীবনধন । রাখা
 খসতি এমুখ্যতি সুসিবে ত্রিভুবন ॥ শুনে সম্ভোবন
 অমানিন হইল প্রকুল্য । ভাবিছে মনে ত্রিভুবন
 কে জামার তুলা ॥ আমি নারী সতিনারী দায়ু জ
 জৎসয় । ছিড্রকস্তুলয়ে অক্ষু আমিত্তে কিহর ল
 সীতা ধন্য সতীকন্যা প্রবেশি ব'হুতে । সতীরপক্ষে
 এপরীক্ষে সাঙ্গানবর্ণিতে ॥ বলেকইগো বাণী শীঘ্র
 আমি দেয়া ছিড্রকস্ত । হবে ব'হুপূর্ণ পরিপূর্ণ ক
 নিব ভায় ভবন ॥ করে স্বগুণ বাধ্য কস্তকক্ষ ম
 চলেযায় । করে অবিশ্রাম তীরানাম ন মে যন্ননা
 ককেহতে যন্নাতে কলসী ডুবাল । ভয়ে কলেবন
 স্বরধর কাগ্নিতে লাগিল ॥ পুণকারি লয়েবারিক
 ল ককেতে । পড়ে কবকর যেন শর বিক্লিল বক্ষে
 তে ॥ কুস্তে জলকরে ধিরে ধিরে চলে নন্দালয় ।
 কথ শূন্য কস্তু নাই অমু গোপীগণে কয় ॥
 রাগিণী কিবিত । ভাল কয়ালি ।

ধিকলো জটিলে কুলহাসালি । ভাল ব্রজের
 মধ্যে, সতীসাধ্য নামটা প্রকাশিলী ॥ দিক
 দিক দিক দিক শতধিক তোরেলো । আন্তে
 বারি কাস্তেচলো চকেবারি স্বরেলো । দিক
 লো কালামুখী, দিকলো কলকী, রাইকেবল

কলঙ্কিনী দুই অকুলে কুল ভাসালি ॥

চূপাটিকোণে মুখনির্ভরে জটিলে গিয়েবনে । বলে
 কৃষ্ণ কি যাদু স্ট এইকি ছিল শেবে । রত্নদশা এতু-
 দশা রক্ষণে প্রাণধারণে । নতীনে হই অসতী এ
 হাতু বড় দায়বে ॥ কোণেবাকো বলেছুঃখে রন্দে
 কোরে কই । নাইযে বল সহজে জল আন্তেপারিকৈ
 হাকমনেবনে আনি কেননে শবীবে নাইযে বল ।
 নব্য যখন হেনেছি তখন ছিঃঘটে কল ॥ শুনেবৈদ্য
 বলে এগোকনে তোমবাই কিসতী । জামবে বাই
 কয়ে বলাই এইছিল দুর্গতি ॥ যদি জানিস মনে
 কিকারেজল আন্তেগেলি । পোকুলমধো সতীসাধা
 বিলক্ষণ জানালি ॥ আহামরি আন্তেবারি চক্ষের
 বাপিপড়ে । কিদুর্দশা তোমার দশা দেখলে প্রশ্ন
 ছাড়ে ॥ হনোকান্তে কেন আন্তে গেলে অহঙ্কারে
 কি অধর্ম সিংহের কন্ম শ গালে কিপাবে ॥ হারিকি
 যজ্ঞ হয়ে অজ্ঞা ব্যাঘ্র তুল্য হবে । একিরক যে পতক
 যাতক সঙ্গ হবে ॥ করেকি ভেক হবেন ভেক ভুজক
 সমান । কাকের ইচ্ছা গরুড হতে কথা অপ্রমাণ ॥
 পেঁচাহবেন ককিন তুল্য একথা নাধরি । অসতীকি
 আন্তেপারে ছিঃঘটে বারি ॥ তখন বৈদ্য প্রতিযশো
 সতী সকাত্তরে কন । আমি জল আনিলে সফল হবে
 কি বাহাদন ॥ বৈদ্যবলে রাণী এখন কৈতব নিকটে
 যায়ে যদি দেয় ঐষধি শস্তানে নাখাটে ॥ কহে বড়া

ই আমি বড়াই করে বলিতে পারি । জটিলে কুটিলে
 চেয়ে আমি সতীনারী ॥ তবে বল আমি জলকিস্তুর
 নিতান্ত । বেষণ শেষ পেকেছে কেশ সতী সেই
 যৌক্ত ॥ শুনে হরি বলেন মরি বিলক্ষণ সতী । ডেকে
 কন নিবেদন শুন যশোমতী ॥ করি গণন দেখি এ
 ন যজ্ঞন সতী হবে । অবশ্য তাহাবন্দ্য গণনার
 সীবে ॥ বলে হরি ব্রহ্মকরি গণনাকবিলা । প্রথমে
 গণনাতে রা অক্ষয় উঠিল ॥ হরি কন নিবেদন শুন
 নন্দরাণী । আদ্যক্ষর রা নামেতে আছে কোন ধনী
 সেবমণী ধন্য ধনী কিছু সঙ্গনাই । আনলে জী
 পাবে জীবন ভোগার কানাই ॥ শুনে বাক্য হয়ে গ্রী
 যত গোপ রমণী । কেউ বলে এগোকুলে সতীর
 ধনী ॥ কেউ কাহিছে সতী আছে রাসু জৈরমণে
 একধনী কয় আমি নিশ্চয় রাজী সতী সাধা ॥ আ
 জক্ষর রা নামেতে ছিল যজ্ঞন । একেই সমুদয়
 লিল তখন ॥ কলঙ্কীরাই বলে নাম কেউ না
 মুগেতে । শুনে রাধা মেলান ধূখী ভাসিলা ছুখেতে
 কনবধু ত্যজি প্রাণ হয়না আর সহ্য । কলঙ্কিনী বলে
 আমার কেউ না করে গ্রাহ্য ॥

রাগিণী ললিত বিভাব । তাল একতালা
 ওহে অগতপূজ্য, হয়না আর সহ্য, হলেমহে
 অগ্রাহ্য, গোপমণ্ডলে । ওহে কুবনমান্য
 কেউ না করে গন্য এই গোকুলে ॥ ওহে

দয়বাসি বলতে আশ্রয় সদা, রাষ্ট্রপ্রেম
অজ্ঞাছে জীবন মনবাঁধা, বাধা অজ্ঞের কাধা
ওই মুরলীসাধা, বেনানেতে সেনামবলনেত
কেউনা বলে ॥

শুনে বৈদ্য মুখেতে, জানি কব রা নামেতে, ত্রুক্ষে
ব সর্বো ছিল যত রমণী । হৃদয়মটে আছে বারি
বধে বাস্তু কবার করি, সবলে সংবাদ দেয় রাণী ॥
শুনে রাঙ্গু চাঞ্চল আশু, বাচাতে নন্দের শিশু, নন্দা
সখ গমনে হয় কষ্ট । শুনেব কাব্যরামা, বলে রাণী
শুনিমেনমা, আশিগিয়ে বাচাব তোব কৃষ্ণ ॥ রাণী
শাকা শুনে রাজী, জল আছে হবে রাজি, নন্দালয়ে
মন জমনি । দায় রামেশ্বরী ধনী, বাচাতে শ্যাম
শুনিমনি, খেয়েবাধ যতরাজ রমণী । শুনেচলে রাধা
শি, বাচাতে বাধার কদয়মনি, উদয়হলে নন্দের
বনে । যায় রাখালী শুনেবাত্রা, রাজরাণী করিবা
ত্রা, রাঘবিনী জানি রিষ্টমনে ॥ খেয়েবায় রাজ-
সারী, শুনেবাক্য রামেশ্বরীঃ ক্রতগতি যায় নন্দা
য় । দেখেবত ব্রজকনায়, বৈদ্যপ্রতি রাণীকর, দেখ
খি কেবা সতীহয় ॥ শুনি বৈদ্যকন তবে, গণনায়
নন্দাবে, শেবাঙ্কর উঠিবে এখনি । বলি ভুমে
ডিপাতি, বলেওগো যশোমতী, রাধানামে কে
ছে রমণী ॥

রাগিণী বিকিট । তাল কুল্লালী ।

আছে একসতী আছে এইগোকুলে । কেহ
চিন্তন্যারে সবাইতারে ডাকে রাখার বলে
গোলোক কামিনী তিনি আছে এই গোকু
লে । নাজেনেশ্যাম কলাঙ্গী বলেডাকে কু
টিলে । ভবরাধ্যা সেকামিনী, জানেনা স্কু
লে । হয়েছেন অবতীর্ণ ব্রহ্মলগ্নে ॥

সেরমণী অন্যধনী, ত্রিভুবন বান্ধনী বৃকভানু
ন্দিনী, রাখানামে খ্যাতজিনি, তিনি আনন্দা সৌন্দ
র্যনী, গণনাকরে এখনি, দেখিলামগো নন্দরাণী,
বিনে আর অন্যধনী, ব্রজেনাই সতীরমণী, লোকে
কর আয়ান রমণী, তিনি ভুবন মোহিনী, ভাবি
পদ তরনী, মুক্তি পূরণ উজ্জ্বল শূনি, জগতকর্তা
জিনি, সদা ভাবরাধা তিনি, ভবরাধ্যে সে কামি
নী, কাররাধা চিনেরাণী, যদি জীবন আনেননতি
তবে জীবন পাবেন নীলমণি ॥

বৈদ্যানুখে রাইনাথ্য, শুনে কৃটীল জলে ছু
বলে এমন গগনমূর্খ, আনলে ব্রজপূবে । বুদ্ধি ক
কিছ ইনাস্তি, এটা একটা মুখশঙ্কী; ভালকরে দি
সান্তিঃ ষায় ছুংখুতুরে । তখন হয়ে রাগকঃ বৈদ্য
প্রতি বলে মন্দ, বলে তোব ক্ষু অক্ষু, জীবন বুড়া
রে ॥ এককথায় বুঝেছি বিদ্যা, যখন বলিলী ব্র
র মথ্যে; কমলিনী সতীরাধ্যা, অন্যসতী নাইবে ॥
কোন বিষয়ে নাহি ব্রুটী, তোমার প্রধান কে

ক অক্ষর বর্ণকটি বল দেখিবে মুখ । যারনাই বস
 বৃদ্ধি, তারকেন এতবৃদ্ধি; জানিসনে তুই আক্ষ
 সন্ধি, কিকপালেতুঃখ ॥ সাধকরে কিহই জুদু, তু-
 হতো নিজে গোবৈদ্য, তোর চিকিৎসায় রোগীমদ্য
 বমানয়ে জান । তোরবিদ্যা বুঝেছি সত্য, জর হলে
 পবে দেওপথা, চালদে কুল নিত্য, ব্যবস্থা বিধান
 মাথে তোমার দৌরাস্তী, হয়যে রাগের উৎপত্তিঃ
 মদ্যনেতে বুৎপত্তিঃ বিলক্ষণ তোমার । যোতিষ
 পাত্রে বিদ্যাভাল, গণনাতে জানাগেল, যখন রাগে
 সতীহলো, কিকায়জানায় জান ॥ জারে মলো মুখ
 পোড়, দেখিনি এমন লক্ষীছাড়, জামারে কিহিস
 অসতী ছোড়, এমন তোরকম্ম । বাঞ্জাহয় একটিচড়ে
 ফেলি দুপাটি দন্ত উপাড়ে, তবুকিএ রাগপাড়ে;জলে
 উঠে মম্ম ॥ জামরা যেমন দতীসাধা, জানবি কিহা
 তুলে বৈদ্য, তোরকথায় কিহবে অন্য, অসতীর কি
 হুৎখ । কুলবহীর কুলমজাতে, এলকেন এত্রজেতে
 জানাদের মম্ম বুঝিতে, পাণ্ডবিকিরে মুখ ॥ পরের
 মিন্দায় খুসিহও, সতীদে অসতীকও, ছুটি চক্ষের
 মাথাথাও, অক্ষহরে থাক । জামরা কত কুণেব
 মেয়ে, জানবি কি তোর মাথাথেরে, মর মর মর
 মপেয়ে, কিছু নয় না রাখ ॥ সিংহে করে অপমা
 নাড়াও শংগালের মান, রাগে শরীর কম্পমান
 হই দেখে তোমারে । দাড়িয়ে নাহবি দূর্ক, মাথা

লে কও বডমিষ্ট, তোর যত অপকৃষ্ণ, নাটক ত্রিমা
সারে ॥ কোকিলে ছুরেতে রাখি; খাচায় পোষ চ
ডুই পাখী, বডই তোমার বৃদ্ধি, নাহিক ধর্ম্মাধর্ম্ম
বলতেকথা রাগেমারি, পায়েতে ঠেলিয়া কড়ি, অ
পোষ যতন করি, অক্ষয়ুখেই কল্প ॥ তোমার কু
ওহে গুণ্ডে, বোধহয় হয়েছ ক্ষুণ্ণ, কাজীখেয়ে শরীর
ত পত, গব্যরস ফেলে । তোরে আরবলিবকিরে, চ
রেতে রাখিয়া হীরে, বাধাজিরে, দিবে গিরে, এত
যায় না মলে ॥ তোমার কথা আর হয়না সহ্য, আম
হলেম অগ্রাহ্য; তেজাহয়ে হলো পূজ্য, হেঁবে মন্দ
মতী । দেখলি ভুমে খড়িপাতি, আগেনা বলে তুম
তি, মন্দ বলতে কড়িপাতি, আমায় বলিস অসতী,
উখন আসি যশোমতী, কহে ক'টিলেরপ্রতি, ক্ষে
মা সম্প্রতি, মরি অক্ষলে । উপায় বিপদ মুক্ত
শাস্তিকর মুখতোর, এবিপদে দুঃখতোর, হয়না
কুঁটিলে ॥ বলেরাণী হয়েবাস্ত, কেন্দে কেন্দেগিরে
ক্রান্ত, ধরে কমলিনীর হস্ত, বনে মা এসো ছবার
ভুমি ব্রহ্মসনাতনী; বৈদ্যমুখে অদ্যশুনি, হিঙ্গ ঘ
বারি আনি, এঘস রাখ ধরায় ॥

রাগিণী ললিত বিভাষ । তাল কাপতাল ।

ধারগো জীবন আরগো ছরায় বৃকফানুর

নন্দিনী । বৈদ্য মুখে অদ্যশুনি ভুমি ভুবন

বন্দিনী ॥ হিঙ্গঘটে আনিবারি, তবে এতুখ

নিবারি, নতুবা জীবন হরি, জীবন আর
পাবেনা ॥ মা তুমি বৈকুণ্ঠনাথের কণ্ঠ যি-
লাসিনী, ত্রেতাযুগে তুমিসীতে, দশাননে
নাশিতে, অন্নপূর্ণা কাশীতে, তুমি আপনি
ভব ভয় হারিণী, ভবরিদীবিলাশিনী, ঘুচাহ
দুঃখ চাহ কিরে মহেশে অভিলাষিনী ॥

রাগীবা ক্য যেন দুঃখে মণিজারা কণী । হরে দুঃখী
প্রেমমুখী কন সুখাজিনি ॥ ওগোরাগী নন্দিনী আ-
ম্বুনারে জল । কোন সাহসে যাব আমি কিবাবল
সাইকে হেরি বলেনহরি তোমারি নামরাধা । বা-
চাতে হরি কর ক্রীহরি নাইককোনবাধা ॥ হই ওনা
কুম্ব বাঞ্চাপূর্ণ হবে সন্দনাই । আনলে জীবন পা-
বেন জীবন জীবন কানাই ॥ লয়ে কলসী যাহ রূপ
সী কাযনাই বিলম্বে । আনলে বারি এখনি হরি
বাচিবেন অবিলম্বে ॥ করে গগন পোয়েছিমেন তো-
মার নিকর । তুমিসাদ্ধি কারসাদ্ধি তোমায় বলে
মন্দ ॥ বৈদ্য বচন শুনি তখন দুঃখ হলো অস্ত । যে
মন কৃষ্ণবাক্য শুনিদুঃখ যেতোষে নিস্তান্ত ॥ আন্তে
বারি যায় কিশোরী কক্ষলয়ে বলসী । গজেন্দ্র গ-
গন ছিনিয়া গমন চলেরাই রূপসী ॥ রাধার গমন
শুনিয়া তখন কুটিলে ভাবেমনে । যদি নাপারেতবু
রাধারে মন্দকই কেমনে ॥ যদি দৈবঘোরে আন্তে

পারে তবেই হবে শ্রেষ্ঠ । ঘুচবে নামটা কাটিবেক
নটা প্রাণটাহবে নষ্ট ॥ আবার বাচলে কৃষ্ণ সের
এককষ্ট এমনদুঃখ দেখিনী । ব্রজে হবো যত আ
রা নষ্ট শ্রেষ্ঠ কমলিনী ॥ হয়ে উৎকৃষ্ট মানস
একি সর্কনাশ । যদি অপকৃষ্ণ হয়শ্রেষ্ঠ ঘুচবে
জের বস ॥ কি অন্ত বালিলপষ্ঠ অসতী আমরা
হয়েছি কৃষ্ণ বৈদ্য ছুষ্ঠ ফেলিল বড়করে ॥ বলে
গনি কর রুমণী কুঁটিলে কুঁটিলমনে । তোর গলা
দাড়ি দড়ধড়ি জাসলো কেমনে ॥ জানি বিদ্যা
কুল মধ্যে কলঙ্কী নাম রাখি ॥ কুলটা কুলটা
অকুলে ভাসালি । রাখাল সেজে, বনমারে গিরে
লোকটা হাসালি ॥ সতী বলে তাতেই ভুলেজা
আহামরি । হয়েযত বারণ সোননা বারণ এতান
রণ করি ॥ আপনভেবে গোপনভাবে রাখি ত
কীত্তি । দেখেকর্ম জলেমর্মকতসবলো নিস্তি ॥
সতীনারী আমরা নারী আশ্বেনারি জল । কো
সাহসে যাসলো হেসে আছে কি বল বল ॥

রাগিনী ললিত । ভাল একতারা ।

হয়ে মন্তবারণ শুননা বারণ নিবারণ
করি আশ্বে বারি । আমরা সতীনারী
আশ্বেনারি বারি কোনসাহসে হেসে
যাস কিশোরী ॥ কালহুয়ে বৈদ্য এসে
অদ্যব্রজে, ঘুচালে অদ্য গৌরব এতদ

সমাজে, সাধকরে রাইশর্শী, কলঙ্কে
 কামি, গলোদিসনে একে তোব কলঙ্কে
 বদন ভুলতেনরি । পিঞ্জরীহয়ে রুগা
 কথার ভুলে, কিস্কণে মন্তে । গয়াছিনাম
 ক্রমে, একি কথায়ঘটে, বারি ছিদ্রঘটে
 আনাযায়কি অ'গে আশ্বেগিরেকান্তে
 হলো পারী ॥

মনে রাখে বিনদিনী, কন ওগো নর্গদিনী, এখন
 তা দিওনা আমাকে । এখন উষ্ম ভেজ্যকর, জাম
 মনে হাস্যকর, যাত্রাকরি ফুৎবলেহুখে ॥ শুনে ক
 লে রাগেবলে, পারিলেসনা জোয় কথায় বলে
 কি পুড়ে কিপোড়া অদূর্ক । বেজন বারে ভাল
 লে, তারনাইই মুখে এসে, কাল কালেও বলে
 পুং ॥ পিরিতে পড়েছো ভাল, চেয়েদেখনা আছে
 মলো, যারজনে জল জানিতে বাসলো । হরেছ
 ক বিস্মরণ; বালাইযায় তোরহলে মরণ, কলঙ্ক-
 কেন কুলমহাসলো ॥ কালায় ভজে পদে পদে
 রিছিস কত বিপদে, সেই ভয়সায় আনিতে বাহ
 রি । একবার দাশরভয়ে হলো কালী, সেই মুখ
 চিরকালি, থাকবে তাই মনেকরেছিস পারী ।
 স্ততাই যাহা ইচ্ছা: এখন কানাই হলো মুচ্ছা:
 দ্বাংলো মুচিলো, তোরজারি । যদি গোপালে
 কথাকত: তবেই কি হাতদিয়ে রাখিত: হেয়ে।

শ্যারী ছিদ্রঘঠে বারি ॥ যাত্রাকালে বলিলে তার
 দুঃখহরেন দুখ পাসরাঃ সেনাম এখন হোলি বিজ্ঞ
 নঃ । ষিকলো তোরে রাখিকেঃ জিনি ভব আর
 ষিককেঃ ভুলেও দিসনে তাঁব প্রতিমন ॥ এবাকা শ
 মিয়া বাধেঃ মলিনমুখ বিনাদেঃ কনগো কুটিলেহ
 ক্ষেত্র । কুমিকও ভাবিলে তারা, শ্যাম আগার ম
 ন তারঃ ভুলিতেনারি হইলে প্রাণান্ত ॥ শ্যাম ভ
 ম্যন জগতেমানাঃ শ্যাম শ্যামা কি আছে ভিন্নঃ ন
 ন্যালো জানকি তারমন্দি । কুটিলে তোর দুবাদ
 কনঃ বলিতে পাওকর, ধবনীতে রুখা তোর জন্ম
 ত, ইভে তারা তাবাবলে, ছিদ্রক, অলয়েজলেঃ গিধে
 জল আন্তে পারিলী কৈ ॥ যদি কৃষ্ণপদে থাকে মন
 অমিঞ্জল আমবএখনঃ শুনলো কুটিলে তোরেকঠ
 বলে অমনি ছ্বাকরিঃ আন্তে বারি যায় কিশোরী
 অন্তবে শ্রীকান্তরূপ ভাবে । বলেচে জগতজীবন
 যদি আনিতে নারি জীবনঃ জীবনেজীবন দিবতবে
 রাগিণী আলিয়া । তাল ৪৫ ।

যাইহু তবে জগতজীবন আন্তে জীবন হ-
 নুনায : কর উপায়রাগহে পার তবকৃপায়
 সকল পায় ॥ একবার সেই আয়ান ভয়ে
 ওহে শ্যাম শ্যামাহরে, তেজে বাশী ধবে
 ও'স দাসীকে রাখিলে পায় ॥ এবাব এ-
 ঘোর দুস্তরেঃ ভোমাবই আর কে নিস্তারে

যেমন রাখলে দ্রৌপদীরে তেমনি রেখো

এ লঙ্কায় ॥

পুনর্বার কিশোরী কন কালবারি, যদি জানিত
 বারি বারি জীবনে জীবনবারি, করিবহে হারি ।
 শুনওহে ত্রিলোক সামীঃ সতী কি অসতী কামারি
 তাতনব জান ভূমি হেবন্ধ বেহারি ॥ সঙ্কেলয়ে বহু
 দ্রৌ, জাঁন্তেবারি যায় কিশোরীঃ কেচেবন্দে বহু
 বারি রেখো দাসীর মান । ওহে বধু ভোলাভিরা ক
 গোরী না জানে অন্যঃ কুটিলেরনকচূর্ণ কন ভগবান
 সকাশরে কম বলীভে, ওহে হরি বলীভে অতরে
 কম জলিতে, চলিতে পারিনো যদি প্যারী আশে
 বারি, নাপারে হে কালবারিঃ তবেত কুটিলে নাবী
 বধিবে জীবনে ॥ শুনেকহেবিশাখাঃ একবার বারি
 মধ্যে দেখা, শুনেওহে প্রাণসখা, দিবে রাধিকাকে
 ত্রিভঙ্গ রূপ মনে ভাবি, কান্দবলে রজ্জদেবী আমরা
 তব চরণসেবি, স্মরণ যেনথাকে । বাল চিত্রে খেদ
 চিত্তেঃ রেখোহেরেখো বিপকে, কোরনা শ্যামশ্রীহত্য
 ঠলোন দাসীকে ॥ চম্পকা নামেতে সখী, কহে
 ওহে পদ্য আখিঃ যেন মোহার পদ্যমুখীরঃ মানের
 গৌরব থাকে ॥ শুনেহে শ্যাম রিকরবাসীঃ অয়ান
 ভয়ে ফেলেবাসীঃ ধরে গুণি কালশশীঃ রাই শশী
 বাচালে । আমরা শুধু অনুগত, তাহ জাহ অবগত
 বিক আর জানাব কতঃ যাইহে শলিলে ॥ তখন

সজ্জিনী বড়াই প্রভৃতি সজ্জিনী সহিতে । ত্রিভঙ্গ
সজ্জিনী উপনীত যমুনাতে ॥ হেরে কালবারি কবে
কালনিবারির প্রীয়ে । ওহে নয়ন অঞ্জন ওয় তরু
কর দেখাদিয়ে ॥

রাগিনী ললিত বিভাষ । তাল কাপতাল ।
দেওহে দেখা বাবাস্থা কালজলের মধ্যে ।
তুমিও সবজা আনি অসহী কিসাঙ্কে ॥
এনহে তার হেনাধব, এজ্জাদির ঋততব
হয়েছিলে উত্তবঃ স্তম্ভের তিতবে । তোমা
বিনে এদুস্তরেঃবল কে আর তিতবেঃ তার
কি ভয় যে মন রেখেছে ভব শ্রীপাদপদে ॥

পূর্ণবস্ত্রে অভিলাষঃ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীনিবাসঃ ভলমঃ
হলেন উদয় । তুলিতে বারি কেশবুধীঃ কাল
নিরখিঃ দেখেন উদয় দয়াসর ॥ ত্রিভঙ্গ রূপ হো
টক্ষেঃ আনন্দ নীপপড়ে বক্ষেঃ বলেঃ ক্ষাকর রি
বাসি । সাধে কিহে কালশশীঃ ওই কালরূপ তা
বাসিঃ সাধে কিহে হই অরন্যবাসি ॥ সাধেকিহে
হই উদাসি, সাধেকি হয়েছি দাসীঃ সাধেকরি এ
জালা সহ্য । সাধে হইমা গৃহবাসীঃ সাধে কিহি
শুনেবাসীঃ করিয়াছি কুলশীল তজ্য ॥ বলেরা
ব্রহ্মেশ্বরী, চিহ্নঘণ্টে তুলিবাসি আনন্দেতে ক
ন কক্ষেতে । কক্ষেঃ অহবে বাপারঃ দেখহ তারি
কপারঃ একবিন্দু নাপড়ে মাটিতে । দেখেবঃ

সমাধিঃ যয়যয় সঙ্কহরঃ গোকুলময় পূর্ণ বাধারযযে
 হলো আনন্দের আধিষ্ঠান, করে কৃষ্ণগুণগানঃ গ-
 জন্ম গামিনী জান ব্রজেন্দ্র নিবাসে ॥ শুনেরাধার
 গয়সুখঃ কুটিলে অঙ্কুরে জন্ম, জটিলে হইয়া স্তরু
 নাহে একদৃষ্টে । বলে একি দেগিতেপাইঃ সতী
 নাধা হলোরাই, পড়িল আশাদেব মখেছাই, এই
 তল জন্মদৃষ্টে ॥ মরিবু হনকাণ্ড দেখেঃ ভুজঙ্গ ধরিল
 তেকেঃ কেশরী সন্মুখে করি করেনজা । এমনদেখি
 রাই কোনকালে ব্যাঘ্র হলো গতিভজালেঃ আশি
 ধাসি শৃগালে বাঁড়িল দৌরাত্য ॥ বলে সতীরস্কন্ধ
 পবেঃ তেকে নিত্য নৃত্যকরেঃ ভুজঙ্গ গন্ধাভধরে,
 দেখিরাই ন-স রে । মনিং একিমজা, হরে এক ঠী
 ক্ষুদ্র অজঃ বিগির কর্ত্তি শায়নাবোঝা বনে নাথ
 মায়ে ॥ বলে কুটিলে ড্রুচয়ারঃ বায় বায় আবার
 দিরেচারঃ বলে কবি কিউপায়ঃ একিদায় ঘটিল
 উল্ল মরিমরি লাভেঃ যেজন রাখারসেজে, গিয়া-
 ছিল বনমাঝেঃ সেঘেসতীহলো ॥ তখন আসি যশ
 মতীঃ মিষ্টবাক্যে রাখার প্রতিঃ কম ওমা শ্রীমতা
 চুমি ধনা ধনী । সাধ্য কিমোর চিন্তেপাৰি তুমি
 রাধে ব্রজেশ্বরীঃ আয়মা একবার কোলেকরি ঘুড়া-
 ই তাপীত প্রাণী ॥

রাগিণী ঈলিত । তাল একতাল্য ।

আয়মা কোলেবরা রাধে ব্রজেশ্বরী এই

গোকুলে তুমি ধন্যধনী । নওরাধে সামা-
নোঃ তুমি ভুবনমান্যোঃ তবজন্মে জীবন
পাবে নীলমণি । আরমতব্রজরমণীর বসতি
জানিলাম তারা সকলে অন্তী, এই প্রজের
মধ্যেঃ তুমি অন্তীসাধো, ভবাসাধো ওমা
সাপাক্ষে তব তত্ব জানি ॥

রাই গৌরব সৌরবেঃ জগতে জানিল সবে, হি-
আসি হরিষে তখন । অয়ে ছিদ্ৰঘটেব বাসি, হরি-
কে বাচান হরি, মৃত্যুদেহে পাইল জীবন ॥ যেমন
হলো নিদ্রাজাগঃ উদ্রীলেন ত্রিভঙ্গঃ কন ননীয়েম,
নেমা কোলে । দেপে অমানি যশোমতীঃহরে অস্তি
রিষ্টমতিঃ নীলকমলে নিল রিদরকমলে ॥ বনে
শুরে প্রাণের গোপালঃ না জানিরে কেমন কপাল
পদে পদে বিপদ দেখিবে । বলিতে যে জঙ্গ দশে
একবার কালিদেহে, ডুবেছিলে ডুবায়ে অভাগীনে
বারে বারে দুখিনীরেঃ ভাসাইয়া দুঃখীরেঃ যাব
নি বনে মরিরে প্রাণকাটে । নয়নে আরনাই দৃষ্টি
নন্দের অন্ধের যক্তিঃ বনে বিদার দিতেরে দায়ঘটে
বৈদ্য প্রতি রাণীকনঃ মৃত্যুদেহে দিলে জীবনঃ জী-
বন দিলে পরিশোধনাইহয়রে । কিখন আছে দিব
তোরেঃ যেখন তুমি দিলে মোরেঃ সর্কস্ব দিশে
শোধ নয়রে ॥ শুনেবৈদ্যকন হাসিঃ দিবি কি নন্দ
মহিষী, সামান্য ধম চাইনে বিননী । বিশেষ এই

যশোধরঃ তোঁর গোপালের নামঃ জামিঁর না ম
 খলেছে গোবাণী ॥ সখাইলেন নীলমণি, তুঁটইলী
 মন জননীঃ মেহরাখিন এতৈমাত্র চাই । ধরধরবাক্য
 তুঁট সুস্পৃতি এককার্যকরঃ রক্তন কাম অদ্য তুঁট
 তুঁট বাক্য যশোধরঃ রাইকে করেন অনুমতিঃ ও
 কেশবী তুমিমনী ধন্য । সামান্য নও তুমি রাধে
 তাতজন আশাধেঃ কর্মিনী তুমি তুঁটন মান্য ॥
 মনরাধে হয়ে সুখী, সুখাখানি সুখামুখীঃ রক্ত
 বেন মনসুখে । গেরে যত ব জবাণিঃ বকে দাবাস
 গোসিঃ ধনানানী তুমিগোঁ ত্রিলোকে ॥ সকলের
 মগনাছে, দীক্ষকক্ষে নিলকাঃ নিলা রাণী
 মকক্ষে প্যারী । কিশোভা হইলভারঃ বর্ণনা না
 মন যায়ঃ চন্দ্রকহে মেকপ বেন হেরি ॥

রাগিণী আলিয়া । তালযৎ ।

যশোধর যুগলকক্ষে কি শোভা আর্মরিং
 মন অন্ধকার যায় হেরে ওরুপ মাধুরি ॥
 হেরিতে রাই চন্দ্রানন, হরির হরিষ মনঃ
 যশোধর পশ্চাতে বদন কিরাইলেন হরি
 হেরিতে কমল স্মাখিরেঃ কমলিনী ছলা
 করেঃ যশোধর পশ্চাতে ফিরেঃ দেখেন
 সুখামুখী প্যারী ॥

ইতি কলকভজদ সংসৃণ ।



পদ্মিনীর বিরহ বর্ণন
নামক পাচালীগ্ৰন্থ ।

পদ্মিনী সহ হৃদয়করি, উনাসিমের বেশ্যকরি,
দাশীন হালেন মধুকর । পদ্মিনী গোকরা বসন্ত, ক
কাজেতে ছাপা লিখন, ইনি নাম জপে বিরহ
হাতেকরি কুড়ঙ্গালি, রাধাকৃষ্ণ নোলাবুদি, গৌব
নিতাই ২ । অক বঙ্গ কলিক, ভূমিছে বৈরাণী ত
ভিনাক্ত বিশ্রাম করেনাই ॥ কভানিনে বৃন্দাবন, ক
সি উপনীত হন, বৃন্দাবন চন্দ্রের বাস যথা ॥ প
করে গোবিন্দ, হরেকৃষ্ণ মানন্দ, নানাউপচার নি
তথা ॥ অপরে করে শুভন, নমনন নারায়ণ, ত্রাণি
শ্রী মধুকরন । জগদীশ জগবন্ধু, ভূমিছে ক
গাসিকু, অনাথের নাথ নারায়ণ ॥ এইরূপে না
মত, তুঙ্গ শুভকরে কত, অপরেতে বিদায় হইল
বধায় ভাণ্ডিরবন, নিকুণ্ড গধ, কামন, ভ্রমণকরি
ধায় আইল ॥ দেখে কত বৃক্ষগণ; হিন্দাল তমা
বন, আর যে অশ্বখননোহব । পুষ্প কত নানাযা
গৌলাব সেউতি যাতি; হেরিলে; ফুলরে শূনিবর
পারুল অপরাভীতা, স্থলপদ্য কনকলতা, সীও
পীওলী গন্ধরাজ । শুভকরে ফুল, উড়ে বৈনে ব
ফুল, দেখিয়া ভাবয়ে জলিরাই ॥ পদ্মিনীরে না
পাড়, বৃকে যেন বাঁড়পড়ে, ধ্বংসে তুঙ্গ করিছে

রাগিনী সুবচি মল্লার । তাল একতাল ।
 স্ফোথার গেলি আমারভেজি আর ভঙ্গ
 মনচোরা । তোমারে না দেখে আমি তিলে
 তিলে হইহারি । দেখসে আমার দশা, বা-
 ন্দীর ঘরে ঘোগেরবান্য, ইস্তীরে প্রাণিছে
 মন্য, কারে আসতে নাপারে যারা । তুমি
 আমার গুনমণি, আমি তোমার প্রাণের প্রা-
 ণী, মনিহারি যেনফণী, সেইমতআমারধারা
 তখন এইমত কুমদিনী করিছে বোদন । দুরেথাকি
 কুভুলরাজ কবিল শ্রবণ ॥ বলে আমিহ ভূঙ্করঃ হু,
 প্রথম অক্ষা-তেমনিধারা রূপে গুণে দক্ষঃ হু
 ॥ কিছুতে নাহইক্রটি ঠিক জলিবাঙ্গ । কুমদিনীর
 কাছে কেমঘাইনা তপেজাজ ॥ এতবলধীরেহু মুল
 তখন । পদ্যবনে মর্দ দেখাছিল ততক্ষণ ॥ বলে কি
 রহে প্রাণপ্রীয়ে কমলিনী বোসে । তোমার নাগর
 ভঙ্গ এলেম দেখনাহে এসে ॥ এতবলি বারে বারে
 চাকে যতবার । দেখিয়া পণ্ডিনী হয় বড়ই বেজার
 বলেহারে বেটা ভূমুলে তোম জাঁক দেখচি বটে ।
 দকল অর্ধক ঘুচাইব মেয়ে নাথিরচোটে ॥ কোটনা
 গিরি জাহিরকর ভঙ্গ বেশধরে । মেয়েনাথিতে ভা-
 সিব মুখ কেরাথিবে তোরে ॥ ঘরের খবর রাখিস
 থাক বাহিরে লম্বাকোচা । ভ্রমরের বেশধরে কেন
 এসেছ বাছা ॥ আমিযেন কিছু পাইনে টের এলি

মেয়ে বলে । এখনি ঠেরপাইরোদিত্ত অনাজন হোয়ে
নাকে কানে খতদে ফরিসনে এমন কায । তিলেতায়
বাদাইত্ত অনাহোলে আজ ॥ শুনিয়া পলায় ভূমুল
পেয়ে বড়লাজ । বলে ক্ষেমা কর কুমদিনী খাট করে
ছি কায ॥ হনকবে এসেছিলু মনযাশে । তার
সতী বাঁটন কিছু আছে হোর গু মর ॥ বাইউফ
ন্দিসনে আর ভ্রমরেরতরে । এখনি আনিয়া দিবে
যথাপাই তারে ॥ এতবর্তি চলে ভূমুল ভূঙ্গ অনা
বণে । ভ্রমন করিয়া তবে ভ্রমে স্থানেহ ॥ এথা ভ্রম
অভিনানি হয়ে অতিশয় । এস্থানে বসিতবে তা
বিছে রিদয় ॥ কেমনেতে বাকসেব মধু করি পান
কে এমন সুরিদ আছে কহিবে বিধান ॥ এইক
অলি মনে ভাবিতেছে বসি । হেনকালে ভূমুলত
উপনীত আসি ॥ দেখে মনের খেদে বসিমাছে ভূম
বর । ভূমুল আসিয়া তারে জিজ্ঞাসে সত্বা ॥ বলে
কহ ভূঙ্গ বন্ধু এথা কিকারণ । কিকারণে দেখিতব
মন উচাটন ॥ তবগূহে গিয়েছিলাম তব অন্যাধে
দেখিলাম কুমদিনী আহসে রোদনে ॥ অশ্রুধারা
ধিহিহেছে তোমার কারণে । কোনকার্যে ভূমি এখনি
ভাবিতেছ মনে ॥ শুনি ভূঙ্গ জাদ্য অন্ত ভ্রমলে জা
নানি । বাকসের হাতে যেকপেতে অপমান ॥ বদে
মধুপান তারকদি করিবারে পারি । তবেজন্মশো
মন আশা পুরয়ে জামারি ॥

রামিনী বিকিট । ভাল যৎ ।

আমার কে এমন সুবিন আছে । তাহারে
মিলিয়ে দিলে প্রাণবাচে ॥ যদি কুলান সুভ
স্বামী, তবে মধু পানকার, নতুবা প্রাণ ইবি
স্বাস্য তাবকাছে । কিবা মন্ত্ৰে সাধন, কি শ-
রীর হয় পতন, করিব তাব মধুপান, বলি
তব কাছে ।

জখন শুনে ভূঙ্গের মনোজুখ, ভূঙ্গুলের হলোজুখ
নে বন্ধ স্তম্ভ বচন । একুপ করিলে পদে; অন্যায়
নে পাবে তারে, হবে তব সকার্য সাধন ॥ ওই দেখ
কামিনীবন, করহ ভ্রমণ গমন, বাকসের সহজে ভাগ
না হয় । কুটনীর শিরোমণি, সকল করিতে পারেন
ক্রমি, ত্রিভুবন একাকরেন জয় ॥ উহার গিয়া করহ
সাধন, হবে তব কার্যে । সাধন, এতবলি ভূঙ্গুল চ-
লিল । শুনি ভূঙ্গ একথায়, করেবেন শশীপাত্ত অগ্নি
রাজ গমন করিল ॥ যথা আছে কামিনীবন, গলায়
দিয়ে বসন, দোহাই দিয়ে বলিছে তাহারে । শুনে
হে কামিনী, দয়া যদি কর ভূমি, তবে জানপাই এতব
সাগরে ॥ শুনে কামিনী হেসেকয়, কহভূঙ্গ কি জা
শয়, আসিয়াছ আমার সদন । যদি হয় অসাধ্য কায
সাধিব হে অগ্নিরাজঃ যদি আসি নিলেহে শরণ ॥
কারে নাহি ভয় করি, তবে ভুচ্ছ জানকারি, কটাক্ষে
সুনির মনভূলে । কোনকার ভুচ্ছনারী, ইক্রীতে পা

রি, ছলে আনি দেবকন্যা তুমে ॥ সবরক্ষ হইতে
 মাব মান্য, তবে আমার বলে ধন্য, বিপক্ষতা
 ঘানপক্ষে । উদ্গুচন্দ্র আদিকরে, তাহারে স্মারি
 নের, কি ভুতে নাপায় সেই রক্ষে ॥ তখন শুনে
 মিনীক বাহা ডুকী, বলে ভুক্ষধীরিঃ আপনাব
 অন্ত বচ । তুমিহে সকলি পার, অনাধানাই হো
 র, বক্ষমপো সৌভে পূর্ণিত ॥ জ্ঞানে যেন রুহ্মপা
 নামে যেমন কুরুপতি, ধনে যেমন কুবের সমান
 বলে যেমন রুকোদর, বজ্রে যেন পুণ্ডর, রূপে যেন
 পার্থ বলরান ॥ পুত্রাণে যেন দশানন, বজ্রে যেন
 ভূতশন, কপেতে যেন রত্নাবতী । সার্বভৌমি
 য়া সতী, স্ত্রিবতায় যেন ক্ষিতী, সেইরূপ তুমি গু
 তী ॥ অতএব যত্নে হয়, ভুলিয়ে তাহে নিশ্চয়
 ছন্তগত করি দেহ মোরে । যতফল পুণে বাস
 কিবয় হব গুণগান, বাড়াইব সকল ঠাঞি তোমা
 বে ॥ শুনে কামিনী হাসি হাসি, মনুতে করিয়া
 সিস, বাকসেব গলায় বাঞ্জিল । না দোখিয়া ভুক্ষব
 বাকস ভাবে অনুরে, অলিরাজ কোথা পলাইল ॥
 হারহ পুণনাথ, বলি শিরেনারে আঘাত, পুণযা
 না দেখে তোমায় । এতবাল স্থানে, কিরে বাকস
 জ্ঞান্যধনে, দেখিল তারে কামিনীতলায় ॥ দেখিয়া
 জ্ঞানন্দমতিঃ বলে এনো পুণপতিঃ মধুপান ভো
 য়ারে করাইব । তুমিনা খাইলে মধু, কে আর খাই

বে যাচ্ছ, কারে এ যৌবন দানদিব ॥ নিজ কুলে
এতবালি, বলাউল লয়ে জলি, দেখি জলিরাঙ্গ অ-
মন্দিত । যন যন মধুপানে, আনন্দিত হয়ে মনে,
এইছে স্তন টপ্পা গীত ॥

রাগিণী বাহার । তাল তিওট ।

আইল বসন্ত পুত্র বিবাজে ভব শরীরে ।
কাঞ্চন ভূষণ যেন, বাক্ষারে ভ্রমরগণ, কোকিল
কণ্টক ভিতরে । করিচন্দন লেপন, পোরেছ
পীত বসন, প্রকাশে কুমুদবন, রজনী অন্ত
রে । ভব গমনাগমনে, বহে মলয়া পবনে,
ভীতহয়ে শীতবায় ছুরে ॥ মহেশ্চন্দ্র বির
চন, হেরনা শ্রীয়ে বদন, ভবনুথ চুষন, ক-
রিলে ছুঃখ বায় ছুরে ॥

ভূমুরাজ এখার, পদ্যবনে মর্দযায়, কুমদীরে ক
হিছে বচন । শুন শুন কুমদিনী, দেখিয়ে এলেম
আমি, জলিরাঙ্গে বাকসের বন ॥ হরীগেছে কদা
কার, নাহিক আর সে আকার, যেনদেখি বাতুলের
প্রায় । সদাই বলিছে মুখে, বাকসমধু খাব মুখে,
বদি কালী কুলান আমায় ॥ শুন গঞ্জে কুমদিনী
ভূমুলে বলিছে বাণী, চল কোথায় দেখি গিয়া তা
রে । আমার মধুনা ভাললাগে, পরের মধুরলেগে
কেরেবেটা ছুরারে ॥ এতবালি ক্রোধতরে, ভূমুলে

র সমীপ্তারে, গিয়া দেখে বাকসের বনে । দেখি কু-
দীর অঙ্গজলে, রেগে রেগে ভূঞ্জেবলে; ওরে ভূ-
এইছিল কি মনে ॥ ঘোণের বাসা বাঘেরঘরে; নে-
খিবতার কেমনকরে, ইচ্ছাকর বিষখেয়েমরি অর্থাৎ
মহতহয়ে হোলি নিচু, লজ্জানাহি হলোকিছু; এই
মুখে মোর মধুখাবে তুমি ॥ ওরে বেটা নেমকহাব
মঃ এথা বয়েছিল করিতে আরাধ, আগত হয়েছ
তোর শয়ম । এতবলি করি গুমর, ধরেগিয়া ভূঞ্জে-
র কোমর, দেখি অলি করে পলায়ন ॥ পাছেপাছে
বায় কুমদিনী, যেমমন্ত মাতঙ্গিনী, পলাতে নাহি
আরপারে । গলায় দিবে বসন, কুমদীরে অলিক-
ঘাটহয়েছে বলি পায়েরে ॥ পদেতে ধরিতে ধর-
ভুলেগেল কুমদিনী, রাগগেল হেসে কথাকয় । এ-
নন্দ হয় অন্তরে, নিরানন্দ গেল ছরে, অলি মধুপ-
নে বক্ত হয় ॥

রঙ্গিণী সুরটমল্লার । ভাল হৎ ।

নিরানন্দ গেলত্বরে হলো দৌহার সুখদয় ।
বড়রস প্রকারে মধু নালিনী ভূঞ্জে যোগায়
গুঞ্জে কিরে অলি, স্তবকে কলি, আনন্দে
তে অলিরাজ সুখে বাজনা বাজায় ॥ যত
সব ভোরি মেরি, শুচেগেল জারি যুরি, আ-
নন্দেতে কোটীভারি, আসকেপ্রাণবাটা দায়
ইতি পাদিনীর বিরহ সমাপ্ত ।

বিধবাবিবাহ নামক
পাঠালী গ্রন্থ ।

গুণবতীর স্ত্রী বাণী, কেদেবলে ভবণী, একিছুখ
দেটে বুক দিদী (বিধবা) বিবাহ বিধি, শাস্ত্রে এমন
শাছে যদি, প্রতিবাসী কেন প্রতিবাদী ॥ সে বলে
জাননা গই, যারাকরে ঢেরাসই, তাদের কথায়কত
বলব । লিখেছেন বিদ্যাসাগর, সেকালে বিধবার
নাগর, কোটি কোটি কর্টি ভোরে বলব ॥ এতদিন
ছিল ছাপাঃ এখন হচ্ছে ছাপাঃ চাপাকি আর থা
কে চিরকাল । পুরুষে করেছে শাস্ত্র, রমণীর গলে
অস্ত্র, দিয়েগেছে পুড়িয়ে কপাল ॥ দেখলো দিদী
একি মজা, আপনাদের পক্ষে খাজা, আমাদেরি
পক্ষে ভাজাচাল ॥ পুরুষে নৃতনতরি; তাহে হুবো
ব কাণ্ডারি, দশদাঁড় তার উপরেপাল ॥ আমাদের
একদাঁড়ি, সেও আবার আনাড়ি, কাষেং কাষে চ-
লেনা । মাজি যদি মরে ডুবে, চিরকাল মরিভেবে
দোসরা মাজি শাস্ত্রেতে বলেনা ॥ পুরুষেতে শতা-
বধি, বিবাহ করেলো যদি, তাতেও দোষনাই একি
স্ত্রী । আমাদের মলে ভর্তা, তবেই শুখায় আন্তা,
আর তারে পাইনে সজনী ॥ এ শাস্ত্র কি মনেধরে
থাকি বিরষ অন্তরে, কোন জেস্তের আছে এমনথা
বা । ইংরাজ কি করাসী; নাহি তাদের দুখরাশি,
পতিমলে পতিপায় তারা ॥ শুস্তেপাই, মুসলমান

ভাণ্ডের ঘুচে না মান, বিধবা হইলে পুনর্বিয়ে । চিনে
দেশের প্রাচীনে তারাও পাতিলর চিনে, বাচিলে
গো এদেশ দেখিয়ে ॥ কাকরি কি মগ্ন যোগল, তা
রাও করেন। গোল; যতগোল এটিনেদো সজ্ঞানী
মাখে বলি কি কসিয়া, বেজুন কি কসিয়া, নেদে
ও বিধবা বিয়ে জানি ॥ দেখে শুনে বিদ্যাসাগর
টাবেন বিধবার নাগরঃ প্রতিবাদী বারোজন
ওলো দিদী হায় হায়, ঈশ্বর যার সহায়, বিশেষ
মাকৈতে করে ভয় ॥

রাগিনী ঝিকিট । ভাল কওয়ালি ।

এতদিনে অচটন ঘটিল । বিধবারবিরহ বি
কার বিদ্যাসাগর কাটিল ॥ ঈশ্বর কুপায়
বিধবার বর কুটিল, প্রকাশ হইয়া ডুমুরের
কুল কুটিল, রসের মোহানছুটিল, সুখের
ভারা উঠিল, হবে কি হইয়াগেছে দেশে
রটিল ॥ বিধবা বিষম ব্যাধি জলে জলে
কায়লো, বিদ্যাসাগর বৈদ্যহয়ে সে ব্যাধি
ঘুচারলো, সুখেতে নাচায়লো পতিক্রে না
চায়লো, আবার পরালে সিদ্ধুর কোরে
পরিপাটিলো ॥

এক বিধবা নামে তারা, অলপদিনে পতিহারা, কে
দে বলে হয়েসারা, কবছখ আরকত । যেদিন যুগ
য়ে গেলেম, প্রাণপতি হারাইলেম, সেই অবধি

ভাগি হোনেন, গেল্লার মত ॥ পরদিন একাদশী
 দিন হইল আশি, কব কি যেত্থে ভাগি, কেটেযাখ
 বন্ধ । কিদশাল কি বৈকাল, পেটে পেটে তনু কাল
 মাজানি আঁর কতকাল, দিবেন কালী ছুঃখ ॥ এ-
 ধনীকয় ভেঁরেবসি, দিব্যরাত্রি ছুঃখেজলি, সাধ আ-
 লো চড়িতে কুলি, বৃষ্টি ওনার ঘোটলো । আশি
 দিন ছেলের মা হই, মনেরমত পতি বৈ, ভাবছি
 কেসে ওলো মই, কোথায় বন যোটলো ॥ বড়সাম
 কাছোঁচিতে, সুখেরজনীদক্ষিতে, টোঁকা কক্ষিত, বুণধরে
 চলিলে; সঃরেতেজামদানী, হরেতেবড়আমদানি, স-
 ারসুখে মইইদানী, পরবতালভালভালোলো । ভ-
 ার দিনে যেচাকাই, চিরকাল রয়েছে তাই, ইচ্ছা
 হয় পরে দেখাই, এমনি সাধ করেনো । বিধি করে
 হেন কি বেয়ুত, সকল মাল থাকতে মযুত, বেভার
 কর্তে পাইনে যুত, একটু কি ধরেনো ॥ এক ধনী
 কয় ওলো দিদী, বৃষ্টি সুদিন দেয় বিধি, বিদ্যা সা-
 গর গুণনিধি; পরের ছুঃখ বোঝেলো । বারটাকা
 সোণার ভরি, পরবএবার প্রাণটা ভরি, কালগড়ানো
 সহচরী; কাযকি কালব্যাজে লো ॥ কিরে আবার
 বসব কেঁচে, ভাবছিকিছু ধরেনগেছে, গালটালগুলো
 ডুবড়েগেছে, তানখে মানাবে ধনী । তাহে আকার
 কুলবে নোলক, নাগবে চটক দেবে ঝলক, ঠাহ-
 রাতে পারবেনা লোক ভোবড়া মুখখানি ॥

রাগিণী কালনেত্রী তাল একতাল ।
 জল আনিতে গিয়ে আজ কি শুনলাম সঙ্গ
 নী । বিধবা বিধাহের পুঁথি পাড়িছেন শিরে
 মণি ॥ একাদশীর উপবাসে, মন ছিল না
 থাকতে বাসে, বিদ্যাঙ্গর অনারাসে, তা
 সালে তরণী ॥ শুনে যালে ওলো সোণা,
 পরব কাণে কত সোণা, পূর্ণ হবে বাসনা পাব
 গুনলণি ॥ আত্মদে প্রাণ কেমন করে, আ
 বার সোব বাসঘরে, কত জালা দিত সোরে
 পাপ ননদিনী ॥

শুনে এক ধনী বলে তোদের কথায় অঙ্গ জলে
 অঘটন কত কি সম্ভবে । বিধবাদের বিয়ে হবে, ব
 ধিরে শুনিতে পাবে, বোবার পঞ্চম স্বরে পাবে
 বানরে করিবে নৃত্য, গ্রফুলা হইয়া চিত্ত, গাভী
 উঠিবে রুকডালে । একাণ্ড হস্তীর তুল্য, গিপীলিক
 র হবে মূল্য, ভেক যে বাসিবে শতদলে কাকের
 হবে গৌরবর্ণ, নীলবর্ণ হবে স্বর্ণ, সেওড়াগাছে কলি
 বে দাঁড়িয় । জলেতে জালবে আগুণ, বীছি হীন
 হবে সেগুণ, মধুর ন্যায় মিষ্ট হবে নিম্ব ॥ গাঁজ
 জাং চরস মদ্য, হবে অতি সুখাদ্য, বৈদ্য হবে অ
 ক্ষার ছাড়া । মিথ্যাবাদী হবে সাধু, সাপের বদনে
 মধু, শূণালদেবে সিংহকেতাড়া ॥ অসম্ভব এই সম
 হস যদি সম্ভব, তবে হবে বিধবার বিয়ে । শুনে তার

বাকা শর; একধনী বলেশর, তোরকথার জর এসে
 মায়ে ॥ করে আছি বড় আশা, তুইয়ে হলি আশা
 আশা; খড়গদ্বিরে নাশাকাটি তবে। বক্রনন চক্র-
 পাণি, রাজেশ্বর কোম্পানি, তাইজানি পাণিগ্রহণ
 করে ॥ করে যদি আইন জারি; রবেনালো কারুজা
 বি, বালির বাঁধ সাগরেকি টেকে। হলেপরে বজ্রা
 ঠিক ধরে রাখবে পেতেহাত, এমন পাগল আছে
 কে ॥ পাচনবাড়ি হাতেলয়ে, কামানের কাছেগিথে
 বন্ধকরা শুর্ভ খেরাল দেখা। পঞ্চাশটি বর্গ শিখে
 অধ্যাপককে এনে ডেকে, বিচারকরা গালে কালী
 মাথা ॥ হইলে দক্ষিণে হাওয়া, কু দিয়ে কিরান দে
 ওয়া; সেটা কেবল ক্ষেপামো প্রকাশ। অগ্নিবত
 আসছে গুলি, ঘোরমুখ কতকগুলি, এসনাবলি তা
 পারে করবে নাশ ॥ সাগরের উদযোগ, তাহাতে
 বাজার যোগ, গোলযোগ হবে কিসে বল। মিছ-
 রির সঙ্গে মধু; বিছাতের সঙ্গেবিধু, সুবাস্তাস তার
 ধোয়াকল ॥ একেতো সাগর ঘোর, তাহাতে তরঙ্গ
 জোর, শীতকাল তাহে আবার বরষা। একে আশ্র
 মধু মাথা, তারকাছে ক্ষীরমাথা, গলাকেটে তার উ
 পরে বরষা ॥ একেকামানের আওয়াজ, সেইসঙ্গে
 পড়লো বাজ, একেজীর্ণ তার উপরে রোগ। একে
 বাতিকেতে ক্ষীণপ্রায়, তার উপরে বিষ খাওয়ার
 গরের সঙ্গে পীলে দিলেযোগ ॥ রূপের কাছে গে

লে গুণ, বৃদ্ধিহলে; শতগুণ; একে গ্রীষ্মতার অগন্য
 তাপ । একেজন আতি গভীর, তাহে খুটিলে; কৃত্রিম
 বাঘের সঙ্গে খুটিলে গিরাসাপ ॥ একে বিদ্যামান
 র তার, কোম্পানির আঙ্গাপায়, বিধবার বিবাহ
 আরকি থাকবে । দিনকত হবেগোল, তারপরে শু
 মঙ্গল, আছে কারনাথ্য ধরেরাখেব ॥ নকৈনৃত
 পঙ্কিতে; এইবচনে গেছে জিতে, শুনেএনেমগিয়ে
 ওপাড়িতে । যারা এখন প্রতিবাদী, পরে তাহেব
 হবে দিদী, বিধবা বিয়ের মন্ত পড়িতে ॥

রাগিণী সুরট । তাল কওয়ালি ।

বিধবার বিবাহ আরকি থাকে মই । আফ্রি
 কালি যদি নাহয় হবেনো ছুদিন বঠ ॥

বালকে পড়িতেযায়, ক্রমেতে সুনীতি পার
 একেবারে কে কোথায়, আকাশে লাগায়
 মই । রোপিলে বীজ ভূমেতে, অমনি কল
 কি কলেতাতে, একেবারে পৃথিবীতে, রাজ
 স্ব পায় কেবা কৈ । অল্পুর হইলেপরে অব
 শ্য ফলধরে পরে, গঞ্জনায়েয় ঘরে পরে, আ
 শায় কিবল সয়ে রই ॥

বিধবার কথাশুনি, একসখবা বিয়হিণী, কেদেবলে
 অঙ্গ-জলেযায়লো । ছিল তাহদের বহুপুণ্য, তাই
 হরে বাঞ্জাপূর্ণ, আমাদের কিহবে উপায়লো ॥ আ-
 মিত সখবায়টেঃ কাযেতে বিধবারটেঃ স্বামির সহ

দিখা বিয়ের বেতে । পতিবে অতি পামর, শত স-
পতিনী মোর, কারমনরাথনে অপঃপেতে ॥ লোকে
বলে আছে ভাতার, নাপেনেম ভাহার তার, সাগর
এপক্ষেনন রাজি । পরিচয়ে সধবা হুই; কই সধবা
ব চিলে কৈ, নামে গোঁরালা ভক্ষণেতে বাঁজি ॥ রা-
ভের বিয়েৰ অঘটন, তাই ঘটীতে হলোমন, সবা-
কাব পতিথাকতে নাউ । এপক্ষে হলোনা কেউ, সা-
গরে খেলেনা চেউ, ওদোদিদী কিহলো; বালাই ॥
উছ উছ মরি মরি; বিরহি সধবা তার, ভাসাতে না
গরে চড়াধেখি । একজনের শতনারী, তানের দুঃখ
দইতেনারি, তাপনারি দুঃখ দেখে সখী ॥ মনো-
যোগী হয়েদিদী, বিন্যার সাগর যদি, চান এই অভা
গীর প্রতি । তবেই ভীর তবর্ষে, অবিরত দুখাবর্ষে
হর্ষে থাকি লয়ে প্রাণ পাতি ॥ এ সধবা বিরহিনীর
অবিরত চক্ষে নীর, কে ঘুচায় কেপুচায় কৈ । কারে
বাল কেবাচায়, সাগর যদি বাঁচারঃ নাগর দানে
তে ওলো সই ॥ বিয়েকরে হয়না আশা; ক্রমেক্রমে
রয়না আশা; সেবিগের ভবন হরবন । ঈশ্বর সহায়
করে; ঈশ্বর চাহিলে কিরে, নিঃস্বর ঘরেতে হয় ধন
বিধবাদের দুখে যে মন, জুখি ঈশ্বরের মন, তেমনি
মন সবাদের পক্ষে । একজনের একভার্যা, হোলে
তুই সৌভার্যা, উঃয়ের কেউভাসেনা দুঃখে ॥

রাগিনী কাল নেকড়া । ভাল একতালা ।

সখবা বিরহী আমি ভিন্যমবে রইলো ।
 বিধবা মদ্যাপি হস্তে পতিপেতেম সইলো
 এপক্ষে আমি কেউবলেনাঃ বিদ্যাশাগর চেউ
 খেলেনা, ওলো দিদী আবচলেনাঃ ভুতের
 বোকা বইলো ॥ একিবিপদ হার হার, যদি
 মরি পিপাসায়, রূপাল দোষেসাগর শুকার
 জালাকায় কইলো ॥ নরনে বহিছে ধারা
 বিধির বিচার কেমনধারা, সখবা বিরহী
 যারা, তাদের পতি কইলো ॥

বিধবা বিবাহ সমাপ্ত ।



কোতো বাবুদিগের চরিত্র

নামক পাচালী গ্রন্থ ।

হার কি স্বাশ্চর্য কাণ্ড, যতসব ঘোর পাষণ্ডঃ কক্ষ
 কাণ্ড দিগে বিসর্জন । বলে কেন মরাগরুর কাটিব
 ঘাস, বলে করেন উপহাস, ভাবেন আমরা বুদ্ধে
 বিচক্ষণ ॥ পড়ে পাতছুই ইংরাজি বই, সদাই ঐ
 কথাবই, বাজালা কথা বলেননা আর মুখে । বসেন
 নাক বেতিত চেয়ার, সদাই মুখে ডোনকেয়ার, সভা
 হইয়েছেন সহরেতে থেকে ॥ ইয় যদি যথাই বিদ্যা
 ভবেতার মননধো, কুসংস্কার কদাচথাকেনা । অল্প
 বিদ্যা হলেপরে, অত্যন্ত যাওমাপরে, অহঙ্কারে মা
 টিতেপা দেননা ॥ ভোজন করেন পারেরুতো; গৈ

ভেদে বলেন সামান্যসুতোঃ জ্ঞানকরেন জ্ঞানশূন্য
 গণ । ভাবেন বুদ্ধে আমরা পরিপক, নাই বাপের
 সঙ্গে সম্পর্ক বৈশািলয়ে কবেন কীলযাপন ॥ যদি
 বাপ একবার বাসায় যান, একটা পান খেতে না
 পান, ছুটবলে দেন বুটভিঞ্জন খেতে । কিন্তু বাবুর
 কালিয়োকোথ্য তৈয়ের হলো, বাবুটিতে লয়ে এল
 খেতেবসেন এয়ার ছত্রিশকেতে ॥ এখন হয়েছে
 ইংরাজি ঢাল, খান্না আর দিশিঢাল, জাদনে বসে
 ন না ভোজন কর্তে । বলে ব্যঞ্জন নিতে খামচেং,
 পরিশ্রমে গা ঘামিছে, চামচেংহলেসুবিদা হয় খেতে
 বাবুর হোখায়রে মাতাপিতে, পায়নাখেতে ছুখে
 তে, অন্বিনে ছিন্নভিন্ন কাদ । কিন্তু বাবুর গায়ে
 জামেয়ার, এয়ার এলে কর্মাহয়ার, বলে অর্মান সে
 কেন করেন তার ॥ যদি বাসায় জ্ঞান পিতে, অর্মান
 হয়ে কুপিতে, চক্ষু বাজায় বলেন হিন্দিবাত ; কে
 য়ায়ান্তে হামারা পাশ, যাও বুড়তা আপকোবাস
 বারছেতোম হিয়া জাওমত ॥ তখন কোন ইয়ার
 এলেপরে, যদি বাবুকে গিজ্ঞাসাকরে; ছইজ দিস
 ওলডয়্যান । বাবু উত্তরকরেন তাকে, ও আমার
 বাটতে থাকে, কাযকর্ম করেন খেতেপান ॥ অদ্য
 একপত্র লয়ে, এসেছে তাই বাস্তহয়েঃ আজি ওরে
 বিদায় কর্তেহবে। বলে একটি টাকাদিয়ে, খানসা
 মারে দেন পাঠায়ে, শীঘ্র বলঘরেযেতেতবে ॥ পরে

এয়ার এলে চেয়ারপেতে; ধরেহাতে সস্ত্র মেতে, মে
 জের উপর খানার উদবোধ হয় ॥ খানার বিষয়
 মাজহলে, মুগহাতি পুছে রুমালে, পরস্পনকথাবাতা
 কয় ॥ কম হিন্দিনাতবলি, কতকবা ইংরাজ বুলি
 কতক বাঙ্গালা মাধু ভাসা গদ্য । মাইকে ও তোমা
 য় বাল, আইএম ভেবি মিলনকলি, উপাস্কৃত হলো
 মাতৃশুদ্ধ ॥ উঠদাউট শেরদিশসন, হয়না দশটি
 টাকার কম, মেরাজান হয়রান হলোভাই । নাক
 রিলে গ্রামের লোকে, ভ্রমলোকের সম্মুখে, নিন্দা
 করবে ভাবিছি কমেভাই ॥ বত সিদ্ধান্ত মহাশয়
 লবৎ এই আশয়ঃ ঐ পছায় মদাব্যতিবাস্ত । জেলে
 কাচার বাস্তেচাল, হয়না কিছু বেচালঃ ঐ বধয়েতে
 ভারিকস্ত ॥ কেও শূদ্রে ব্যাধকরা অলবেইনঃ সে
 টাকায় একবোটল ওয়াইন, আনলে খায়েস লেয়া
 যায় তুবেলা । বাটীতে আছে পরিবার, তাইতে
 যাব একবাব, নতুবা বাইত কোন শালা ॥

ইতি পঞ্চকল্যানী পাঁচালী সংপূর্ণ ॥

বিজ্ঞাপন ।

সকল সাধারণ লোকদিগকে জ্ঞাতকরা যাইতেছে
 জিনি এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিবেন তাহাকে
 আইন অনুসারে দাবিতে আসিতে হইবে ইতি
 শ্রীগৌরী চরণ পাল ॥

